স্থির থাকিতে পারিবে না। কোন এক জাতি নিজের উপর অত্যাচার নিবারণে অক্ষম হইলে সহোদর জাতিদের সহায় করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে। কলিকাতা সভার এক অধিবেশনে স্থির হইল ভারতবাসীদিগকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হউক। এই প্রস্তাব এক সভা হইতে আর এক সভায়, এইরূপে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে ভারতের প্রতি গ্রামে প্রচার হইয়া গেল। সমস্ত ভারতবাসীর মত মিলিল। একটা দিন ও সময় স্থির হইল। আমরা সেনাপতি হইবার অধিকার চাই। তখন গবর্ণমেন্ট আমাদের প্রাপ্য অংশ দিবেই দিবে।

অল্পকালের মধ্যে আমাদের ঐক্যবন্ধন যত্ন ও পরিশ্রম কার্য্যে পরিণত হইবে, ভারত বাসীরা সুস্থ ও সবল-শরীর, হইবে; বুদ্ধি, বিদ্যা, কার্য্য তৎপরতায় পৃথিবীর উচ্চতম জাতির সমকক্ষ হইবে; সামাজিক নিয়ম সুযুক্তি সঙ্গত, দেশ ধন পূর্ণ, হইবে; শ্রমজীবীরা যথোচিত শ্রমফল পাইবে; সকল প্রকার যান, যন্ত্র আমাদের লোক দ্বারা নির্ম্মিত ও চালিত হইবে, সকল সাগরে আমাদের বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিয়া সকল দেশে আমাদের বাণিজ্যাগার স্থাপিত হইবে; শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক, সামাজিক, সকল বিষয়েই উন্নতির পর উন্নতি সাধিত হইবে; ভারতবাসীরা প্রকৃত স্বাধীন হইয়া উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে। যখন ভারতের জনসাধারণ সমুদায় মনের সহিত বুঝিবে, সমুদয় হৃদয়ের সহিত উপলব্ধি করিবে যে দেশীয়দের যত্ন, পরিশ্রমেই এই সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি বৰ্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তখন তাহাদের মনে স্বদেশীয়দের উপর কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা প্রীতি আপনা হইতেই উথলিয়া উঠিবে, তখনই ভারতবাসীদের যথার্থ ঐক্যবন্ধন সিদ্ধ হইবে, তাহারা প্রকৃত এক স্বাধীন জাতি হইবে। স্বদেশ ও স্বদেশীয়দিগকে ভালবাসা উচিত ইহা পুস্তকে পড়িয়া শুদ্ধ কর্ত্তব্য ভাবিয়া কি কখনও কাহারও মনে যথার্থ ভালবাসা জন্মিয়া থাকে? যদি কিছু হয় সে ভালবাসার প্রতিবিম্বমাত্র, আসল কাজের বেলা তাহা ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না,—সে কাঁচের বাসনের ন্যায় নিতান্ত অসার পদার্থ, একটু আঘাতে চুরমার হইয়া যায়। দেশীয়দের প্রতি আন্তরিক টান যেমন বাড়িতে থাকিবে, বিদেশীয়-

দের সহিত পর পর, দূর দূর সম্বন্ধ তেমনি বৃদ্ধি পাইবে, তখন এই হৃদয় গত আপন-পর-ভাব যথোচিত কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইবে। যে যে সভ্য কর্ত্তৃক মহাহিতকর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে তাঁহারা এক একজন প্রতি পরিবারে গৃহদেবতার মত পূজ্য, নিকটতম আত্মীয়ের ন্যায় প্রীতিভাজন হইবেন। ইহা অপেক্ষা সভ্যদের মান ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইংরাজি পার্লেমেণ্ট মহাসভায় আসন পাইলে আমাদের এক জনের যে মান, উপরি উক্ত কোন সভ্যের মহত্ত্ব ও গৌরবের সহিত কি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাহার তুলনা হইতে পারে?

এতো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমাদের অভাব মোচন, উৎকর্ষ সাধন আমাদের হাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। আর যাহা কিছু গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় মুষ্টি মধ্যে বদ্ধ বলিয়া অনুমান হয় তাহাও বাহির করিয়া লওয়া আমাদের যত্ন-সাধ্য। লোকেদের সামর্থ্য অনুসারেই শাসন কর্ত্তারা চালিত হয়। প্রকৃতির সর্ব্বত্রেই দেখা যায় পরস্পর বিরোধী শক্তি কার্য্য করিতেছে; এক পক্ষের কিছু ন্যূনতা হইলেই অপরটির প্রতাপ বাড়ে। যে রাজ্যে রাজা প্রজা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শাসনের সামঞ্জস্য নাই, একপক্ষেই যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা ন্যস্ত, সে রাজ্যে অশেষ প্রকার অনিষ্টোৎপত্তি ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সচরাচর কথায় বলে অরাজক রাজ্য ভয়ানক, কিন্তু যেখানে রাজাই প্রজাদের ধন, প্রাণ, মানের এক মাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা সে রাজ্যের অবস্থা কি তেমনি ভয়ানক নয়? আমাদের দেশে এক্ষণে সকল ক্ষমতা ইংরাজদের হাতে; শারীরিক বল, বিদ্যা, ধন, সকলেতেই তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহারা মনে করিলে কি না হয়—এক দিনের মধ্যে সমস্ত ভারত সন্তানদের ভূতকালের ক্রোড়সাৎ করিতে পারেন। তাঁহারা আমাদের প্রতি যে টুকু সদয় ব্যবহার করেন সে শুদ্ধ তাঁদের নিজের গুণে, সে ইংরাজ জাতির নৈতিক উন্নতির ফল। আমরা যদি শারীরিক বল, বিদ্যা, ধনেতে ইংরাজদের সমকক্ষ হইয়া তাঁহাদের ক্ষমতার সম্যক রূপে প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর না হই, কেবল—এ সবেতে আমাদের অধিকার আছে—যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়'—এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া শুদ্ধ দু একটা কলম ও জিহ্বা দ্বারা মাঝে মাঝে ইংরাজদের কর্ত্তব্যজ্ঞান উস্কাইয়া তদ্দারা সমস্ত ইষ্ট লাভের আশায় যদি

আমরা বসিয়া থাকি, জানি না তাহা হইলে কতদিন এইরূপে অপেক্ষা করিতে হইবে, কতদিনে ইংরাজেরা কার্য্যেতে এমন সূক্ষ্ম ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিবে যে পরোপকার পরম ধর্ম্ম বলিয়া আপনা হইতে তাহারা আমাদের জন্যে সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবে! ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অপর জাতির উপর যে এতাদৃশ অন্যায়াচরণ করেন না সে শুদ্ধ স্বজাতির প্রতি মমতা হেতু নহে, তাহার প্রধান কারণ এই যে উহারা পরীক্ষা দ্বারা বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত আছেন ইংরাজ সাধারণের মতের বিরুদ্ধে যাইলে তার ফল কি হইবে। সকল ইংরাজই কোন না কোন শাসন প্রণালী দলভুক্ত, প্রতিদলের কতকগুলি লোক কেবল চক্ষু কর্ণময় হইয়া দিন রাত্রি পাহারা দিতেছেন গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় কোন্ লোক কোথায়, কখন কি বলে, কি করে। গবর্ণমেণ্ট কোন দলের কোন প্রকার অপ্রিয় বা হানিজনক প্রস্তাব করিবা মাত্র অমনি তাহা ঘণ্টা কতকের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রত্যক প্রদেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে বক্তৃতা, সংবাদ পত্রে লেখা ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনের ধুম পড়িয়া যায়। বিষয় তেমন গুরুতর হইলে, নানাদলে বিভক্ত, পরস্পর বিরোধী উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর সমস্ত ইংরাজ মিলিত হয় ও এক ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে চাপিয়া ধরে, তখন যে গবর্ণমেণ্টের কি দশা হয় তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের কোন অপ্রিয় বা অহিতকর ঘটনা হইলে আমরাও এদানি একটু আদটু কাগজে লিখি ও বক্তৃতা দিই বটে! কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানে আমাদের লেখা এক-টুকরা কাগজ বই আর কিছুই নয়, আমাদের বক্তৃতা বাতাসের খানিকটা আন্দোলন মাত্র, উহার কোনটার পশ্চাৎ ভাগে কোন প্রকার নিরেট পদার্থ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তো আর আমাদের প্রেম-পাশে বদ্ধ নহে যে বক্তৃতার খুঁৎ খুঁতানি, আর সংবাদ-পত্রের বাক্যবাণে অধীর হইয়া আমাদের পায়ে আসিয়া পড়িবে, অভিমান-মেঘাচ্ছন্ন মুখে হাসি আনিবার জন্য যা চাই তাই দেবে। জন সাধারণ ও শাসন কর্ত্তাদের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ। কোন ব্যক্তি আপনার কতক-গুলি প্রয়োজনীয় ও হিতকর কার্য্যের জন্য যেমন ভৃত্যবর্গ নিযুক্ত করে, জন সাধারণ কর্তৃকও সেই অভিপ্রায়ে শাসনকর্ত্তাসমূহ নিযুক্ত হয়। কোন প্রভু যদি ভৃত্যদের হস্তে যথা সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়া, তাহাদের নাই দিয়া মাথার

উপর চড়াইয়া তারপরে চাকরেরা ভাল করিয়া আমার কাজ করে না, আমাকে যথোচিত সম্মান দেয় না, আমার জিনিস সব আপনাদের কাজে লাগায় বলিয়া কাঁদে আর ভৃত্যদের কর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া ও বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহাদের নিন্দা করিয়া কাল কাটায়—তার অবস্থা আর আমাদের একই।

এ সমস্ত উপায় আমাদের করতল ন্যস্ত আমলকীবৎ রহিয়াছে। দুই আর দুয়ে চার হয় এ যেমন অকাট্য সত্য, আমরা মিলিত হইয়া কায়মনোবাক্যে কার্য্যারম্ভ করিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এও তেমনি নিশ্চয়। তথাপি আমরা যদি আমাদের নিজের জন্যে দেশের লোকের জন্যে আলস্যের মায়া কাটাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে না পারি তবে ইংরাজদের নিন্দা করি কি বলিয়া? উহারা তো আপনাদের জন্যে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয় না। কত ইংরাজ কত বৎসর পরিশ্রম করিয়া জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছে, কত প্রাণ বলিদান দিয়া জাহাজ চালানো বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া স্বদেশের মঙ্গলার্থ এইদূর দেশে আসিয়াছে। আপনাদের অসাধারণ সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি বিদ্যা ও বাহুবলে অসংখ্য অসংখ্য অলংঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া এই ভারত মহাদেশে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, উহারা কেন এখানকার সমস্ত সুখ ভোগ করিবে না? এ সকল উহাদের বহুকষ্ট বহুশ্রমের যথোচিত পুরস্কার বই আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা যে দুর্গম পথ দিয়া এই সুখ-ভাণ্ডারে উপনীত হইয়াছে, আমাদের সম্মুখেও সেই পথ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী বাঙ্গালী মাতার মত নহেন যে ছেলে কান্না যুড়িয়া দিলেই অমনি ছেলের মুখে সন্দেশ পুরিয়া দিবেন, প্রকৃতি জননী অখণ্ডনীয় নিয়মে সন্তান পালন করেন, তাঁর যে সন্তান যত মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁর নিয়ম সকল শিক্ষা ও পালন করিবে সে ঠিক সেই পরিমাণে পুরস্কৃত হইবে; ত্রুটির শাস্তিও ঠিক তাহার পরিমাণাস্বরূপ, সন্তানের হাজার কান্না, হাজার হাত পা আছড়ানিতেও তাহার তিল মাত্র ব্যত্যয় হইতে পারে না।

ইংরাজেরা যে আমাদিগকে আরও সুখে সন্তোষে রাখে না আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কেন না তাহা হইলে এক্ষণে, সদ্যোজাত শিশুর কান্নার মত আমাদের কাহারও কাহারও হৃদয় হইতে জাগ্রত জগতে প্রবেশ-সূচক যে ক্রন্দন ধ্বনি উঠে তাহাও শুনা যাইত না,

অজ্ঞানময় গর্ভবাসেই কাল কাটিত। অভাবের তীব্রতাতেই চেতনার সঞ্চার সঞ্চার হইতেছে। ইংরাজেরা আমাদের হইয়া যতগুলি কাজ করিয়া দেন আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার মূলে ততগুলি কুঠারাঘাত পড়ে। যে বস্তু বাহ্যিক অবলম্বনের উপর যত নির্ভর করে তাহার আভ্যন্তরিক ধারণ শক্তি সেই পরিমাণে হ্রাস পায়। ইংরাজ কপিকল দ্বারা একেবারে দশম সোপানোপরি উত্তোলিত হওয়া অপেক্ষা নিজের বলে, নিজের পায়ে এক পদ অগ্রসর হইলেও আমাদের সমধিক স্থায়ী উন্নতি হইবে। আমরা যেন পৃষ্ঠে তারসংলগ্ন পুঁতুল নাচের পুঁতলের মত চিরকাল ইংরাজদের মুখ চাহিয়া না থাকি, তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনায় আর যেন সময়ের অপব্যয় না করি, আপনাদের যেন আরও হীন করিয়া না ফেলি। আমাদের জাতীয় যথার্থ স্থায়ী উন্নতি আমরা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।

বম্বে } শ্রীমতি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

কালযবনের নিধন।

যবন নামে বিখ্যাত বিদেশীয় কএক জাতি ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে নিবাস করিত। পুরাণের মধ্যে কোন কোন স্থলে প্রসঙ্গতঃ তাহাদের বর্ণনা আছে। যবন শব্দে সম্প্রতি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোককে বুঝায়, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস লেখকেরা বোধ হয়, বাক্ট্রিয়া রাজ্যস্থ গ্রীক জাতিদের প্রতি ঐ অভিধান শব্দ প্রয়োগ করিতেন। মহান্ আলেক্জন্দর রাজা স্বদেশে প্রস্থান করিলে পর উক্ত গ্রীকেরা স্বাধীন তুর্কিস্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া অভিনব আফগানিস্থান ব্যাপিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল সুতরাং হিন্দুরা অবশ্য তাহাদিগের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। ফলতঃ পুরাবৃত্তের অনেক কথা প্রমাণ ইহা অনুমান সিদ্ধ হয় যে, হিন্দু এবং গ্রীক জাতীয় লোকেরা পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। গ্রীকদিগের মধ্যে হিরদতস সর্ব্বাদৌ পুরাবৃত্ত রচনা করেন, তিনি অতি সাহস পূর্ব্বক এতদ্দেশীয়

লোকদিগের রীতি নীতির বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং বোধ হয়, তিনি এবং তাঁহার বয়স্যজনগণ বহুকালাবধি হিন্দু জাতির সংবাদ পাইয়া থাকিবেন। অপর কথিত আছে, পারস্য রাজ জরশেস যখন গ্রীক দেশ আক্রমণ করিবার মানসে সৈন্য সংগ্রহ করেন, তখন তাঁহার যোদ্ধৃগণের মধ্যে ভারতবর্ষীয় অনেক লোক ছিল। অতএব হিন্দু এবং গ্রীক জাতি পরস্পরের পরিচিত থাকাতে প্রাচীন ইতিহাসোক্ত যবন শব্দেতে গ্রীক জাতিই ব্যক্ত হয়, বিশে-ষতঃ গ্রীকেরা যে প্রসিদ্ধ কুলপতির সন্তান তাঁহারও নাম যবন, সুতরাং ঐ শব্দ তাহাদেরই আভিজাত্য সন্দেহ নাই।

হিন্দুগণও অন্যান্য বিদ্যা বিশারদ প্রাচীন জাতির ন্যায় বিদেশীয় ও বিজাতীয় লোক মাত্রকে বর্ব্বর অর্থাৎ জাল্‌ম জ্ঞান করিতেন, ইহাতে যবন শব্দ আদৌ নিন্দনীয় না হইলেও পরে আর্য্য জাতির প্রতিযোগী হইয়া আসাতে প্রায় ম্লেচ্ছ শব্দের সহিত একার্থ রূপে গৃহীত হইয়াছে, একারণ ভূরি ভূরি স্থলে এই দুই শব্দ বিদেশীয় বর্ব্বর লোকের বিষয়েও তুল্য রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পুরাণের মধ্যে যে যে যবন রাজার প্রসঙ্গ আছে, তৎ সর্ব্বাপেক্ষা কাল-যবন অতি প্রসিদ্ধ। শব্দার্থ আলোচনা করিলে তাহা ব্যক্তি বিশেষের আখ্যা না হইয়া বরং গুণবাচক ও উপাধি-প্রতিপাদক হয়, ইহার অর্থ কাল অথবা ভয়ানক যবন, এই উপাধিতে ঐ রাজার কেবল শরীরের বর্ণগত লক্ষণ বুঝাইত এমত নহে, তাঁহার যুদ্ধ বিক্রমও সংপ্রোক্ত হইত। ফলতঃ কাল যবনের সমক্ষে মথুরানাথ কৃষ্ণ অথবা তাঁহার আত্ম প্রণয়ি যদুবংশ কেহই স্থির থাকিতে পারেন নাই। পরন্তু কালযবনের পিতৃ কুলের অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে যবন বংশে জাত কহা যাইতে পারে না; তাহার জন্ম বৃত্তান্তে অদ্ভুত বর্ণনার অভাব নাই, ফলতঃ ভারতবর্ষস্থ কবিগণ বীররস ঘটিত কাব্য রচনার্থ লেখনী ধারণ করিলে অদ্ভুত রস বিস্তারে কথনই ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা কালযবনকে কস্যচিৎ ঋষির বর পুত্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশের গুরু গার্গ্য নামে এক মহামুনি ছিলেন, তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও নিয়ত ব্রহ্মচারী এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে অবিশ্রান্ত রত থাকিয়া সর্ব্বদা তপস্যায় কাল যাপন করিতেন, দার পরিগ্রহ অথবা গৃহাশ্রম কিছুই

করেন নাই। কিয়ৎকাল গতে শ্যাল নামে এক ব্যক্তি কোন সময় যদুবংশীয় পুরুষদিগের সমক্ষে তাঁহাকে অপমান অর্থাৎ ষণ্ড বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিল এবং যাদবেরাও সে কথা শুনিয়া উপহাস ও ব্যঙ্গ করত গুরুকে অপ্রতিভ করিয়াছিলেন, তাহাতে গার্গ্য শিষ্যগণের বিদ্রূপ সহিষ্ণুতা করিতে অক্ষম হইয়া অজিতঞ্জয় নগরে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে গিয়া পরিহাসকারি ঐ অধার্ম্মিক পুরুষদিগের দণ্ডকরণে সক্ষম এমত এক পুত্র লাভের কামনায় পার্ব্বতী নাথের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, তিনি বৃষ বাহনের প্রীত্যর্থ নিদারুণ তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কেবল লৌহ চূর্ণ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া যাবতীয় বৃষ্ণি অন্ধকদিগের নিগ্রহকারি দুর্জ্জেয় পুত্র লাভের বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহাদেবের প্রতিশ্রুত বরের বৃত্তান্ত যবনদিগের রাজার কর্ণ গোচর হইল, সেই নরেন্দ্র স্বয়ং নিঃসন্তান ছিলেন অতএব উক্ত তপস্বিকে নিজরাজ্যে আনাইয়া মহা সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। এবং এক জন অপ্‌সরা তথায় গোপিকার বেশধারিণী হইয়া বাস করিত তাহার সহিত ঐ মুনির বিবাহ দিলেন, তাহাতেই কালযবনের উৎপত্তি হয়। বোধ হয় কাল-যবন শরীরের অদ্ভুত বর্ণ এবং ভয়ানক পরাক্রম প্রযুক্ত ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। যবনরাজ তাঁহাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া নৃপ নন্দনের ন্যায় লালন পালন এবং উপদেশ করিতে লাগিলেন পরে নিজরাজ্যের উত্তরাধি-কারি বলিয়া ধার্য্য করিলেন সুতরাং পোষক পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে কালযবন রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

আমরা হরিবংশ হইতে এই উপাখ্যান সংগ্রহ করিলাম, সে গ্রন্থ মধ্যে কালযবনের জ্ঞান বুদ্ধি রাজকৌশলের বিশেষ প্রশংসা আছে। তিনি কেবল ম্লেচ্ছ নৃপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন এমত নহে কিন্তু সমুদয় পৃথিবী মধ্যে সদাচার লোকাভিরাম প্রজাবৎসল ভূপালের নিদর্শন হইয়াছিলেন. তিনি ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গে অতি কুশল এবং সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ সংশ্রয় ছয় রাজগুণে ভূষিত ছিলেন, আর জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মশীল ও সত্যবাদী হইয়া অহরহ ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন, সাংগ্রামিক বিষয়ে-

তেও তাহার সমীচীনা ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল এবং শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমে তত্তুল্য দ্বিতীয় কেহ ছিল না আর যুদ্ধের-ছল ও কৌশলেও সম্পূর্ণরূপে পারদর্শী ছিলেন।

কালযবন রাজ্য লাভানন্তর সর্ব্বপ্রকার রাজগুণে বিভূষিত হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিকটস্থ সকল অসভ্য ও ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকে আপনার বশীভূত করিলেন। হিমালয়ের প্রস্থ এবং উপত্যকাদির সন্নিহিত শক তুখার দরদ পারদ তঙ্গন খশ পহ্নব প্রভৃতি শত শত ম্লেচ্ছ জাতি তাঁহার সমীপে সাহায্য ও শরণ প্রার্থনা করিয়া অনুগত হইতে লাগিল।

কালযবন ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে আপনার শক্তি দৃঢ় রূপে স্থাপন করিয়া যদু-বংশীয় পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কেননা তাঁহারা তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়াছিলেন অতএব আপনার অনুগত হিমালয়স্থ পার্ব্বতীয় লোকদিগের সাহায্যে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিলেন এবং যদুবংশের রাজধানী মথুরা নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তাঁহার সহস্র সহস্র হস্তি অশ্ব রথ খর উষ্ট্র প্রভৃতি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পশ্বাদির ভারে পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছিল এবং সৈন্য সামন্তের গমনে রাশি রাশি ধূলি উড্ডীয়মান হইয়া সূর্য্যের পথ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। ভারত-বর্ষস্থ লোক সকল হঠাৎ বিজাতীয় বিকট মূর্ত্তি অসংখ্য অস্ত্রধারী সেনাকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, যদুবংশের অগ্রণী কংসারি কৃষ্ণ স্বয়ং দুর্জ্জেয় হইলেও কালযবনের আগমনে সশঙ্ক হইয়া তৎক্ষণাৎ মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে সমুদ্র তীরে সসৈন্য হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহসা এপ্রকার লাঘব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে ভয় প্রদর্শন দ্বারা শত্রুকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কথিত আছে তিনি এক বিষ-ধর কাল সর্প ধরিয়া কুম্ভমধ্যে রুদ্ধ করিয়া পরে আক্রমণকারী যবনেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিয়া দূতদ্বারা বার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন যে মথুরারাজ কৃষ্ণ ঐ কাল সর্পের ন্যায় ভয়ানক, তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিলে নিস্তার নাই। কিন্তু কালযবন ঐ অদ্ভুত উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া ব্যাকুলতা প্রকাশের পরি-বর্ত্তে বরং সুস্থিরচিত্তে কুম্ভমধ্যে রাশি রাশি পিপীলিকা নিক্ষেপ করিয়া তাহা

শত্রুর নিকট পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলেন। পিপীলিকারা একত্র হইয়া ঘটোদরস্থ ভুজঙ্গকে আক্রমণ করত তাহার মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল পরে প্রত্যার্পিত কুম্ভ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রেরিত সর্প গতাসু হইয়া প্রায় সম্পূর্ণ রূপে পিপীলিকার জঠরস্থ হইয়াছে।

যদুবংশীয় পুরুষেরা এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ পশ্চিমাঞ্চলে সমুদ্র তীরস্থ যদুপতি নিবেশিত দ্বারকা পুরীতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেখানেও স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না; ঐ দুর্দান্ত যবন রাজকে কি উপায়ে দেশ হইতে নিরাকৃত করিবেন তদ্বিষয়ে সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া রহিলেন, পরে কৃষ্ণ পলায়নপর হইয়া কৌশল ক্রমে ভীষণ-মূর্ত্তি-বৈরিকে হিমালয়ের এক গুহাতে লইয়া গেলেন তথায় মুচুকুন্দ নামে এক রাজর্ষি নিদ্রাবস্থ ছিলেন, দেবতারা তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত সুখে শয়ন করিতে পারিবেন কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া তাহার সুষুপ্তি ভঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবেক। কালযবন পলায়মান কৃষ্ণের উদ্দেশে হিমালয়ের গুহাতে প্রবেশ করিয়া উক্ত রাজর্ষির শয়নস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রম প্রযুক্ত নিদ্রিত মহীপালকে পলায়িত শত্রু জ্ঞান করিয়া পদাঘাত করিলেন। মুচুকুন্দ নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে প্রজ্বলিত কোপে যবন রাজের প্রতি নেত্রপাত করিলেন তাহাতে কালযবন তৎক্ষণাৎ ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেন।

বিদ্যাকল্পদ্রুম।

সগররাজার উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে অযোধ্যা নগরে সগর নামা সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ঐ নাম হইবার কারণ এই যে তিনি জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিমাতা ঈর্ষা প্রযুক্ত সপত্নীর গর্ভপাত সংকল্প করিয়া গর অর্থাৎ বিষ প্রদান করিয়াছিল। ঔর্ব্ব নামে এক মহর্ষি তাঁহাকে এবং তাঁহার

মাতাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী বিষ হইতে কৌশল ক্রমে রক্ষা করেন। সগর তদ্ভিন্ন আরও এক কারণে আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঐ মুনির নিকট ঋণী ছিলেন, তিনি গর্ভস্থ থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতার লোকান্ত প্রাপ্তি হয়, তাহাতে তাঁহার জননী স্বামীর চিতা প্রস্তুত করিয়া সহমরণ করিতে উদ্যত হইলে ঔর্ব্ব তাহা দেখিয়া রাজ্যাধিকারী গর্ভস্থ অপত্যের সহিত আত্মহত্যা করিলে মহা পাপ হইবে এই বলিয়া রাজমহিষীকে সহমরণ সংকল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঔর্ব্বের উক্তি,—"হাঁ হা কি কর? ইহাতে পাপ হইবে, অখিল ভূমণ্ডলের অধিপতি ও শত্রুকুল বিনাশক ও বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্নকারী শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমশালী চক্রবর্ত্তী এক নরেন্দ্র তোমার জঠরে আছেন, তুমি সহমরণ করিলে তাঁহার বিনাশ হইবেক অতএব এমত দুঃসাহসিক কর্ম্ম কখনও করিও না।"

যৎকালে সগর রাজার জন্ম হয়, তৎকালে এতদ্দেশের ঘোরতর দুর্গতি হইয়াছিল, যবনাদি অনেক অনেক জাতি বহু কালাবধি দল বদ্ধ হইয়া তাঁহার পিতা বাহুর রাজ্য উচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাতে বাহু দেশত্যাগী হইয়া দুই পত্নীর সহিত মহর্ষি ঔর্ব্বের আশ্রম সন্নিধানে বনবাস করিতেছিলেন। ইতিহাসের কথা যদি সত্য হয় তবে বোধ হয়, নানা জাতীয় লোকেরা এক কালে দলবদ্ধ হইয়া ভয়ানক রূপ ধারণ পূর্ব্বক আক্রান্ত হইয়া সমস্ত দেশ উচ্ছিন্ন করিয়া থাকিবে, যাবদীয় প্রজা তাহাদের উৎপাতে শঙ্কিত হইয়াছিল এবং রাজ সেনারাও শীঘ্র পরাস্ত হইয়াছিল। ফলতঃ শক (অর্থাৎ সিদিয়ান) যবন কাম্বোজ পারদ পহ্নব হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি অনেক জাতি একত্র মিলিয়া বাহুরাজার রাজ্যে উপদ্রব করিয়াছিল।

অতএব সগর রাজার জন্ম কালীন তাঁহার মাতা বনবাসে ছিলেন এবং রাজ্য ও রাজপুরুষ অসভ্য জাতিদের অধীনে থাকাতে স্বদেশবৎসল নিরাকৃত রাজবংশের সদা হিতৈষী মহর্ষি ঔর্ব্ব স্বয়ং ঐ কুমারের উপদেষ্টা হইয়া তাঁহাকে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি অখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। বোধ হয় শাস্ত্র এবং শস্ত্র উভয় বিদ্যাতে মহর্ষির তুল্য ব্যুৎপত্তি ছিল, কেননা বাহু কুমারকে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সন্ধি বিগ্রহাদি রাজকার্য্যেরও

শিক্ষা দিয়াছিলেন, বিশেষতঃ আগ্নেয় নামে বিখ্যাত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন যাহাতে পরে নৃপনন্দন মহোপকার প্রাপ্ত হয়েন।

সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শত্রুদমন পুরঃসর পৈতৃক রাজ্যলাভ করণার্থ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অল্প কালের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার আগ্নেয় অস্ত্র অমরগণেরও দুঃসহ ছিল, অসভ্যজাতিরা তাহার আঘাত সহিষ্ণুতা করিতে পারিবে সম্ভাবনা কি! সুতরাং তাহারা একেবারে ব্যূহভঙ্গ হইয়া গেল এবং হৈহয়েরা সকলেই নষ্ট হইয়া নির্ম্মূল হইল। অন্যান্য জাতিরাও তদ্রূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইত কিন্তু তাহারা রাজার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাগত হওয়াতে তিনি তাহাদের অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া শত্রুকুলের যথেষ্ট দমন হইয়াছে, ভাবিয়া রাজার নিকট তাহাদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। রাজা গুরুর অনুরোধে তাহাদিগকে বধ করিলেন না, তথাচ দণ্ড ও অপমান করিবার মানসে অকীর্ত্তিকর চিহ্ন ধারণ করাইয়া অঙ্গ বিরূপ করিয়া দিলেন। তিনি যবনদিগের সমুদয় শিরোমুণ্ডন ও শকেরদের অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন করাইলেন, আর পারদদিগকে মুক্তকেশ এবং পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী হইতে আজ্ঞা করিলেন। হরিবংশে লিখিত আছে যে, সগর রাজা পূর্ব্বোক্ত জাতি ব্যতীত অন্যান্য অনেক লোককেও পরাজিত করিয়াছিলেন, সে সকল লোকদিগের নাম কোলি, সর্প, মহিষ, দার্ব্ব, চোল, কেরল, খশ, তুখার, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কোন্তল, বঙ্গ, শাল্ব, কঙ্কণক। ব্রহ্ম পুরাণে কথিত আছে, চীনেরাও ঐরূপে পরাজিত হইয়াছিল। বোধ হয়, উক্ত জাতিরা সগর রাজার পূর্ব্বে ধর্ম্মচ্যুত ম্লেচ্ছাদির মধ্যে গণ্য ছিল না; কেননা লিখিত আছে, তিনিই তাহাদিগকে যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের এবং ব্রাহ্মণদিগের যজমান হইবার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সগর রাজা ঔর্ব্ব মুনির নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ আচার্য্য নীতি ও ধর্ম্মাদি বিষয়ে তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ করেন, বিষ্ণুপুরাণে তাহা বাহুল্য রূপে বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে চতুর্ব্বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি গৃহস্থ বানপ্রস্থ ভিক্ষুক প্রভৃতি চতুরাশ্রমী দ্বিজাতিদের সমস্ত ধর্ম্ম স্পষ্টরূপে লেখা আছে। চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমের ধর্ম্ম বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়া কলাপ ও পরিজন প্রতিপালন এবং লোক লোকতাদির

বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। উক্ত আচার্য্যের উক্তির মধ্যে ভূরি ভূরি উত্তম নীতি শিক্ষার বচন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সামান্য ইতরার্থ বচনের সহিত মিশ্রিত এবং অশ্লীল দোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কোন কোন স্থলে গূঢ়ার্থ বচন পাঠে চিত্ত যেন স্বর্গেতে আকর্ষিত হয়, কিন্তু অব্যবহিত পরে ইতরার্থ শ্লোক থাকাতে হঠাৎ বৈষয়িক ভাবের উদয় হওয়াতে অন্তঃকরণ একেবারে নীচ বস্তুতে সংযুক্ত হয়। এক স্থলে আচার্য্য কহেন, "সাধু লোক আপন ক্রোধ শান্তি করিয়া সকলের বন্ধু হইলে এবং মাৎসর্য্য বিহীন হইয়া পরের শঙ্কা দূর করিলে নূন্ন কল্পে স্বর্গ লাভ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন।" পাঠক-বর্গ এই বচন পাঠ করিয়া অন্তঃকরণে স্বর্গ লাভের বিষয় ধ্যান করিতে করিতে যেন যোগবলে স্বর্গ গত হইয়া অব্যবহিত পর শ্লোক দ্বারা হঠাৎ ধরাতল প্রাপ্ত হয়েন। যথা,—"সূর্য্যের উত্তাপ এবং বর্ষাম্বু হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ছত্রধারী হওয়া কর্ত্তব্য, রজনীযোগে অথবা কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে হইলে দণ্ডধারী হওয়া উচিত এবং শরীর রক্ষার্থ পাদুকা গ্রহণ করা বিহিত।"

ঐ আচার্য্যের কথিত নীতি শিক্ষা বিষয়ক কতিপয় বচন উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা;—

"ব্রহ্মচারী অর্থাৎ শিষ্য, গুরু দণ্ডায়মান হইলে গাত্রোত্থান করিবেন, গুরু ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভ্রমণ করিবেন, গুরু উপবিষ্ট হইলে তাহার নীচে উপবেশন করিবেন, গুরুর বিপরীতে কখন গাত্রোত্থান অথবা উপবেশন কিম্বা ভ্রমণ করিবেন না।"

"দার পরিগ্রহ করিতে হইলে তিনি এমত এক কন্যাকে উদ্বাহ করিবেন, যাহার বয়ঃক্রম তাঁহার আপনার তৃতীয়াংশ। আর অতি কেশা কিম্বা অকেশা অতি কৃষ্ণা কিম্বা পিঙ্গলবর্ণা অথবা স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গী কুমারীকে গ্রহণ করিবেন না। অবিশুদ্ধা সরোগা অকুলজা অতি রোগিণী অথবা দুর্ম্মুখা কিম্বা জনক জননী হইতে কুষ্ঠাদি রোগ প্রাপ্তা ঈদৃশী কন্যাকে পরিণয় করিবেন না। তথা শ্মশ্রুবতী কিম্বা পুরুষাকৃতি ঘর্ঘরস্বরা অথবা ক্ষামবাক্যা কিম্বা কাকস্বরা কুমারীকেও বিবাহ করিবেন না। নিমীলিতাক্ষী অথবা বর্ত্তুল নয়না অথবা উন্নত গুল্‌ফা কন্যাকেও গ্রহণ করিবেন না।"

"পুত্র জন্মিলে পিতা দশম দিবসে তাহার নামকরণ করিবেন, কিন্তু এমত সংজ্ঞা প্রদান করিবেন না, যাহা অর্থহীন, অথবা যাহার তাৎপর্য্য লজ্জাবহ কিম্বা অপশব্দযুক্ত অথবা অমঙ্গল্য কিম্বা বীভৎসের ন্যায় উদ্বোধক। অপর সমাক্ষর আখ্যা রাখিবেন, যাহাতে অতি দীর্ঘ কিম্বা হ্রস্ব অথবা অনেক গুরু অক্ষর না থাকিয়া বরং যথোচিত হ্রস্ব স্বর থাকে এবং সহজে উচ্চার্য্য হইতে পারে।"

"অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, তাহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া অভ্যর্থনা করেন এবং আসন প্রদান, পাদ প্রক্ষালণ ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অন্ন দান পুরঃসর প্রিয়ভাষী হইয়া তাহার সহিত আলাপ করেন এবং তাহার গমন কালে প্রীতি বচনের সহিত বিদায় দিবেন। অতিথির নাম, ধাম, কুল, অব্যক্ত হইলেও এবং সে এক গ্রাম নিবাসী না হইয়া অন্যত্র হইতে অভ্যাগত হইলেও গৃহস্থের কর্ত্তব্য, তাহার সেবা করেন; যে ব্যক্তি অন্য দেশ হইতে আগত অকিঞ্চন অতিথিরসেবা না করিয়া আপনায় উদর পূর্ণ করে, তাহার নিঃসন্দেহ নরক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট গৃহস্থ অতিথির স্বাধ্যায়, গোত্র, আচার, কুল ইত্যাদি প্রশ্ন না করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিবেন।"

"দিবাভাগে অতিথিকে দূর করিয়া দিলে যে পাপ জন্মে সূর্য্যাস্তের পর আতিথির ধর্ম্মে ত্রুটি করিলে তাহার অষ্টগুণ অধর্ম্ম হয় তন্নিনিত্তে দিবাবসানে কোন অতিথি আশ্রয়ার্থ উপস্থিত হইলে যথা সাধ্য সেবা করিতে হয় কেননা তাহার সেবা করিলে সর্ব্বদেবতার সেবা ও তুষ্টি হয় অতএব গৃহস্থ স্বশক্ত্য-নুসারে অতিথিকে শাকান্ন জল ও শয্যা দান করিবেন যদি অসঙ্গতি হয়, তবে ন্যূন কল্পে শয়নার্থ স্থানও দিবেন।"

"গৃহস্থ কখন পরদ্রব্য হরণ করিবেন না এবং অত্যল্প পরিমাণেও কাহার অপ্রিয় বাক্য কহিবেন না, সর্ব্বদা প্রিয় অথচ সত্যবাদী হইবেন আর অন্যের দোষ প্রকাশ করিবেন না।"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুতর অথবা লঘুতর লোকের সহিত বিরোধ করিবেন না। বিবাদ এবং বিবাহ কেবল তুল্যাবস্থ লোকের মধ্যেই বিহিত।"

"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না এবং অতিশয় বিশ্বাসও করিবেন না, তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণুতাচরণ করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন গরিষ্ঠ বিষয়েরও ভারার্পণ করিবেন না।"

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের প্রীতিকরী সত্যভাষা কহিবেন সত্য কথা কহিলে যদি কাহারও অনিষ্ট হয়, তবে মৌনাবলম্বন করিবেন। অপর যে কথা প্রিয় হইলেও অহিতকারী হইতে পারে তাহা উচ্চারণ করিবেন না, কিন্তু হিত-বাক্য অতিশয় অপ্রিয় হইলেও সর্ব্বদা কহিবেন। আর সুধী জনেরা লোকের ঐহিক পারত্রিক উপকারার্থ কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতে কখন ত্রুটি করিবেন না।"

সগর রাজা পিতৃ রাজ্য লাভ করণানন্তর নিঃসন্তান প্রযুক্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইলেন এবং এই শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে পুত্রহীন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে যবন ও ম্লেচ্ছেরা পুনশ্চ রাজ্যের মধ্যে উপদ্রব করিবেক। সুমতি এবং কেশিনী নামে তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন কিন্তু কেহই অপত্য প্রসব করেন নাই অতএব রাজা পুত্রকামনা করিয়া দেবতাদের তুষ্ট্যর্থ অহরহ তপস্যা ও আত্মনিগ্রহকরণে রত থাকিলেন, কিয়ৎকালানন্তর ভৃগুমুনি সমাগত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন "তুমি বহুপুত্রী হইবা, তোমার এক ভার্য্যা ষষ্টিসহস্র কুমার প্রসব করিবেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই অকাল মৃত্যু-প্রাপ্ত হইবেন দ্বিতীয় ভার্য্যার গর্ভে এক পুত্র জন্মিবে সেই তোমার বংশধর হইবে।" পুরাণান্তর্গত আখ্যানে কথিত আছে যে সুমতির গর্ভ হইতে একটা অলাবু নির্গত হইয়াছিল তন্মধ্যে ষষ্টি সহস্র পুত্র ছিল, আর কেশিনী অসমঞ্জ নামা এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।

"পুত্র লাভের কিয়ৎকাল পরে সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া যজ্ঞিয় ঘোটক রক্ষণে স্বতনয় নিচয়কে নিযুক্ত করিলেন পরে কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের সুরক্ষিত অশ্ব অকস্মাৎ হরণ করত রসাতলে প্রবিষ্ট হইল রাজা এ সংবাদ শ্রবণে পুত্রদিগকে অশ্বান্বেষণের আদেশ করিলে নৃপনন্দনেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া তুরঙ্গমের খুর চিহ্নানুসারে প্রত্যেকে এক এক যোজন করিয়া পৃথিবী তল খনন করত পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন সেখানে পিতার যজ্ঞীয় অশ্ব ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহার অনতিদূরে কপিল নামা এক মুনি নিরভ্র শরৎ কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ প্রকাশ করত দশ দিক উদ্দীপ্ত করিয়া যোগেশ্বরের ন্যায় বসিয়া আছেন। রাজকুমারেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া "এই দুরাত্মা অস্মদনিষ্টকারী, পিতার

যজ্ঞে ব্যাঘাত করিবার মানসে ঘোড়া চুরি করিয়াছে” বলিয়া মার মার শব্দে তৎপ্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর ভগবান্ কপিল অন্তঃকোপাবিষ্ট হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক ঈষৎ বক্রীকৃত নেত্রে তাহাদের প্রতি মুহূর্ত্তকাল দৃষ্টিপাত করাতে তাহারা তাঁহার শরীরোত্থ অনলে সদ্যো দগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মধ্যে লিখিত আছে উক্ত বর্ণনা সকলই অলীক, যথা “রাজকুমারেরা কপিল মুনির কোপে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন একথা সত্য নহে কেননা কপিল ঋষি সাক্ষাৎ জগৎ পবিত্রকারী এবং সত্ত্ব গুণাশ্রয় ছিলেন অতএব ক্রোধরূপি তমোগুণ কি প্রকারে তাঁহাকে অবলম্বন করিতে পারে? গগণের মধ্যে কি পার্থিব রজঃ থাকিতে পারে? ঐ পরমাত্মভূত মুনি দুস্তর সংসার সাগরে প্রবল তরী স্বরূপ সাংখ্য শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা মুমুক্ষু লোকেরা মৃত্যু পথ দিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অতএব বিজ্ঞতম ব্যক্তির চিত্ত চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা কি?”

পরে সগর রাজা অশ্বান্বেষণকারি সন্তানগণকে মহর্ষি কপিল দেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত শুনিয়া অসমঞ্জস নামক পুত্রের অংশুমান নামধেয় তনয়কে আহ্বান পূর্ব্বক যজ্ঞতুরঙ্গ আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। অংশুমান পিতৃব্যগণ কর্ত্তৃক পরিখাত ক্ষিতিতলে গমন করত কপিল সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন তাহাতে কপিল তুষ্ট হইয়া স্বয়ং কহিলেন “যাও, এই অশ্ব লইয়া পিতামহকে সমর্পণ কর, আর হে পুত্র! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি কহিতেছি তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন।” অনন্তর অংশুমান বিনত হইয়া কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আমার যে সকল পিতৃব্যগণ ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হইয়া স্বর্গলোকের অযোগ্য হইয়াছেন ইহাঁদের উদ্ধার ও স্বর্গগতি হয় এই বর প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। তাহাতে কপিল কহিলেন “আমি স্বয়ং একথা কহিয়াছি তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে স্বর্ধুনীকে পৃথিবীতে আনয়ন করিবেন তদম্বুকণাতে ইহাদের ভস্মাস্থি সংস্পৃষ্ট হইলেই ইহাঁরা স্বর্গারোহণ করিবেন, হে পুত্র! ভগবানের পাদাঙ্গুষ্ঠ বিনির্গত বারি ধারার মহিমাই এই, কেবল সংকল্প পূর্ব্বক অবগাহন ও পান করিলেই উপকারক হয় এমত নয়, অভিসন্ধি না থাকিলেও অপেত প্রাণ ব্যক্তিদের ভূমি পতিত শরীরের অস্থি চর্ম্ম স্নায়ু

কেশাদি তাহাতে সংস্পৃষ্ট হইলে সে শরীরিদিগকেও স্বর্গার্হ করে। অংশুমান কপিলমুনি কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পিতামহের যজ্ঞ ভূমিতে আসিলেন। সগর রাজা যজ্ঞীয় ঘোটক পাইয়া ক্রতু সমাপন করিলেন ও সন্তানদিগের পরিখাত গহ্বরকে অপত্য স্নেহ প্রযুক্ত সাগর নাম দিলেন।

বিদ্যাকল্পদ্রুম।

জাতি বিদ্যা রূপ গুণ।

যার যে জাতীয় ধর্ম্ম, সে স্বতঃ প্রকাশ পায়। ইহার কথা; এক সিংহ গর্ভিণী বনমধ্যে প্রসব হইয়া, জাতমাত্র শাবক ত্যাগ করিয়া অন্য কাননে গিয়া থাকিল। সে সিংহশিশু তদ্বিপিনবাসি কুক্কুরযূথের সহিত তদীয় আহার ব্যবহার করত থাকে। পরে এক দিন অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে, পর্ব্বতীয় নির্ঝর ভরা খরতর স্রোতঃপ্রবাহিণী এক নদীর তীরে ঐ কেশরিশাবক সমভিব্যাহৃত শ্ব-যূথ গিয়া, নদীর পারে যাইতে সকলে এক কালে উদ্যম করিল, তাহাতে সিংহশিশুর স্বজাতীয় শক্তি স্ফূর্ত্তি হওয়াতে, অনায়াসে ঐ ঝরণা নদীর পরপার প্রাপ্ত হইল কিন্তু কুক্কুর যূথের উদ্যম শরৎ কালীন মেঘের ন্যায় ন্যায় নিষ্ফল হইল।

জাতি বিদ্যা রূপাদিগুণেতেই পুরুষ ভাল হয় না, কিন্তু মনের ভদ্রতাতে মনুষ্যের সমীচীনতা। মনের অপকর্ষে মানবের অশোভনতা ইহার কথা। অবন্তী নগরীতে এক ব্রাহ্মণ থাকেন, তিনি বশিষ্ঠগোত্র ও বিদ্বান ও রূপবান ছিলেন। আর এক চর্ম্মকারো থাকে, সে শ্বিত্রী ও ঘোর মূর্খ ছিল, এই দুই জন একত্র হইয়া বাণিজ্য করিতে অনেক টাকা ও মোহর লইয়া বিদেশে যাইতে মনস্থ করিল। পরে মুচী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কিসের ব্যবসায় করিবা? ব্রাহ্মণ কহিলেন, শালী, ব্রীহি, যব, গোধুম, মুদ্গ, মাষ, চণক, মটর, মসুর, অরর, কুলথ, বরবটী, ইত্যাদি শস্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় রূপ ব্যাপার আমি করিব। এবং পাদুকাকৃৎকে দ্বিজ জিজ্ঞাসিলেন, তুই কিসের

ব্যাপার করিবি? চামার কহিল, আমি গরুর চাম ও মহিষের চাম, ছাগলের চাম, ভেড়ার চাম, ঘোড়ার চাম, উটের চাম, হাতির চাম, গাধার চাম, এই সকল চর্ম্মের ব্যাপার করিব। উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া ব্যাপারার্থে প্রবাসে চলিল। মধ্য পথে এক গৃহস্থের বাটীতে ঐ দুই জন এক দিন উত্তরিল। পরে গৃহি ব্যক্তি ঐ দুই জনকে, তোমরা কোথাহইতে কি নিমিত্তে আইলা? এই প্রশ্ন করিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া, বিপ্রকে বহুসম্মানেতে ভোজন শয়নাদি করাইল, মুচীকে যাদৃচ্ছিকরূপে আহার নিদ্রা করাইল, এই রূপে দোঁহেতে তথা রাত্রি প্রবাস করিয়া প্রত্যূষে প্রস্থান করিল।

পরে ঐ দুই জন বঙ্গদেশে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত সামগ্রী সকল কিনিয়া, তরিতে ভরাই করিয়া অন্য কোন দেশে বেচিতে চলিল। তরণীতে জল-পথে আসিতে ২ যে গৃহস্থের বাটীতে পূর্ব্বে উত্তরিয়াছিল, সেই গৃহস্থের গ্রামে নদীর ঘাটে নৌকা লাগাইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারকে কহিলেন, দাঁড়ী মাঝিরা সকলে ঘাটে থাকুক, চল আমরা দুই জন সেই গৃহস্থের ঘরে গিয়া উৎরাই এই কহিয়া দুই জন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে সেই গৃহী তাহাদিগের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ চর্ম্মকারকে বহুমান পুরঃসর ভোজনাদি অগ্রে করাইলেন, পশ্চাৎ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক খাওয়াইলেন। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহিকে জিজ্ঞাসিলেন, হে গৃহি, তুমি ধার্ম্মিক বিদ্যাবান হইয়া এ বিপরীতাচরণ কেন করিলা? বিশিষ্ট লোকের এমত রীতি নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্থ কহিল, তুমি যাওয়ার সময়ে আমার মন্দিরে যখন আসিয়াছিলে, তখন তোমার অভিপ্রায় এই ছিল, যে যথেষ্ট ফসল ফলুক, ধান্যাদি শস্য সকল সস্তা হউক তবেই আমি অল্পমূল্যে বিস্তর ধান্যাদি পাইব। এই রূপে সর্ব্ব লোকের কুশল বাঞ্ছা তোমার মানস ছিল। এক্ষণে তোমার এই আশয় হইয়াছে, যে ধান্যাদি শস্য সকল দুর্ম্মূল্য হউক, দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও শলভ, অর্থাৎ পঙ্গপাল, মূষিক, শুকাদি পক্ষি বাহুল্য ও পরস্পর রাজবিগ্রহ, এই ছয় ঈতির মধ্যে অন্যতম হউক, তবেই আমার অল্প ধান্যাদি বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ হইবে। এই মতে সর্ব্ব প্রাণির অনিষ্ট তোমার ইষ্ট হইয়াছে, এই দুই কারণে আমি পূর্ব্বে তোমার সৎকার করিয়াছিলাম; ইদানী অনাদর করিলাম। আর এ চর্ম্মকারের যাওন কালে অভিলাষ এই

ছিল, যে ঝড়ে, বাতাসে, বসন্তাদি রোগে, অনেক গো মহিষাদি মরুক, অনেক চর্ম্ম হউক, ও মূল্য অল্প হউক, তবে সস্তা কিনিতে পাইব এই মতে প্রাণিদের অশুভাকাঙ্ক্ষা ছিল। সংপ্রতি দেশে জল হউক, ও প্রচুর তৃণাদি ও ধান্য যব গোধূমাদি হউক, গো মহিষাদিরা যথেষ্ট ঘাস, বিচালি, ভুষি স্বচ্ছন্দরূপে ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া প্রাণ ধারণ করুক তবেই চর্ম্ম মহার্ঘ্য হইবেক, ও আমার অনেক লাভ হইবেক। এই রূপে পশুজাতীয় প্রাণিনিকায়ের মঙ্গল বাঞ্ছা হইয়াছে। এই দুই নিমিত্তে আমি এ চর্ম্মকারের আগমন সময়ে অসৎকার করিয়া ছিলাম, অধুনা আদর করিলাম, তুমিও জ্ঞানবান্ বট, ক্ষুণ্ণ হইও না। তুমি যদ্যপি এ সকল বিষয় জান, তথাপি স্মরণার্থ কহি, পাপের ফল দুঃখ, পুণ্যের ফল সুখ, মনুষ্যদিগের মনই পাপপুণ্যের কারণ; পুরুষের যখন যে অবস্থা, তখন তেমন পূজ্যতা। তুমি পণ্ডিত, অসৎকর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জনে প্রবৃত্ত হইও না; সদ্বৃত্তিতে যথা লাভে সন্তুষ্ট হও, যার সন্তোষ তাহারি সুখ; অসন্তুষ্ট কোটীশ্বরও সদা দুঃখভাগী। আর দেখ, ধনের ও ঘনের এক প্রকার রীতি, কেননা মেঘ যখন আইসে তখন বড় ঘটা হয়, যখন যায় তখন শূন্যমাত্র থাকে, তেমনি ধন যখন আইসে, ও যায়। আর দেখ, নারিকেলের জলের মত ধন আইসে ও গজভুক্ত কপিত্থ ফল প্রায় যখন যায়। এতাদৃশ ধনের কারণ জ্ঞানবানদিগের অধর্ম্ম বাসনা কর্ত্তব্য নয়, ধন হইলেই সুখ হয়, এমন নিয়ম নয়। যে হেতুক দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত পান ভোগে যাদৃশ সুখ পান, তাদৃশ শূকর জঘন্য আহার করিয়াও পায়। শূকর কৃষি বাণিজ্য রাজসেবাদি ধনোপার্জনোপায় কিছুই করে না, তথাপি দেবরাজ তুল্য সুখভাগী হয়। গৃহস্থের এই রূপ বাক্যে ঐ ব্রাহ্মণ লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভাতে নৌযানে স্বাবাসে গমন করিলেন।

প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয়, সরল লোকেরা যে বিড়ম্বিত হয়, তাহা কি কহিব? ইহার কাহিনী। ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে এক জন ব্যবসায়ী লোক থাকে; তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধুলা অঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আদ্ সের ঘি দিয়া দেশে ২ শহরে ২ নগরে ২ গ্রামে ২ অনিয়ত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়াসুদ্ধা ভোলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের

ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না, বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত দেবতাদের হোমের উপযুক্ত, আমি এ ঘড়াহইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না, যদি তোমার দেব ব্রাহ্মণার্থে নেওয়ার আবশ্যক থাকে তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয়, তাহার এক আদ সের ন্যূন করিয়া ঘড়া সমেত দিতে পারি, কিন্তু ঘড়া হইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ দিতে পারিনা। কেননা যদি কিছু দেই তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবে না, কহিবেক এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস্ কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস্ অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে দেয় হয় না, তবে লইয়া কি করিব ?

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রেতারা কেহ কহে, আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন, দুই এক সের আজ্য যদি দিতে তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই। এই রূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায়, কেহ বা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ডসমেত সকল ঘৃত কদাচিৎ লইয়া যায়। এই রূপে সর্ব্ব জনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ এক দিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের ন্যায় বিশ্বভণ্ড নামে আর এক জন ব্যাপারী এক কুপাতে পাঁক কাদা পূরিয়া তদুপরি কথক গুড় দিয়া ঐ কুপা মাথায় করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে ২ শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববঞ্চক তাদৃশ ঘৃতকুম্ভ মস্তকে করিয়া, ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া, ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়া, তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া, তাহার নিকটে ঘৃতঘট গচ্ছিত করিয়া, আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল, গুড়ের কূপা মাথায় করিয়া, কতো বেড়াব উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয়, এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে ২ আমি আপন গুড়ের কুপা ছাড়িয়া, উহার ঘৃতসম্পূর্ণ কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি। ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করাভাণ্ড গাছের তলায় ফেলিয়া, বিশ্ববঞ্চকের তদ্রূপ সর্পিঃপাত্র লইয়া মনে ২ তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতি বেগে প্রস্থান করিল। তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া, তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃতকুম্ভ না দেখিয়া, তাহার শর্করাকুম্ভে অবলোকন করিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আজি এ বেটা বড় ফাঁকে পাইয়াছে, ঈশ্বরবিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয়,

আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল সেই ভাল। এই রূপ মনে করিয়া, পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া, আপন স্ত্রীকে ডাকিল "ও ঠকের মা, ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয়, মাথাহইতে ভার নামা, আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি।" তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল, ওগো, আমি যাইতে পারিব না, আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে, দিব্য সার গুড় এক কূপা পাওয়া গিয়াছে, এক বেটা লক্ষীছাড়া আপন এই গুড় ফেলিয়া, আমার সেই ঘিএর ঘড়া, জানিস্ তো, তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে, মনে ২ বড় হর্ষ হইয়াছে, সে 'আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম,' পশ্চাৎ টের পাইবে। যা, শীঘ্র রাঁধা বাড়া কর, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। স্ত্রী কহিল, গুড় হইলেই কি রাঁধা হয়, তেল নাই, লুণ নাই, চাউল নাই, তরকারি পাতি কিছুই নাই, কাঠগুলা সকলি ভিজা, বেসাতি বা কিরূপে হবে? তাতে আবার বৌ ছুঁড়ীর জ্বর হইয়াছে, কুটনা বা কে কুটিবে, বাটনা বা কে বাটিবে? তৎপতি কহিল, আজি কি ঘরে কিছুই নাই? দেখ দেখি, খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে, তবে তার পিটা কর, এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে, পিটা করা বুঝি বড় সোঝা, জান না, পিটা আঠা যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিটার লেঠা বড় লেঠা, শীঘ্র ছাড়ে না, কখন তো রাঁধিয়া খাও নাই, আর লোকদের মাগের মতম মাগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে। ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবে কি আজি খাওয়া হবে না? ক্ষুধায় কি মরিব? তৎপত্নী কহিল, মরুক ম্যানে, আজি কি পিটা না খাইলেই নয়, দেখিদেকি, হাঁড়ি কুঁড়ী, খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘরহইতে খুদ কুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল, শিলটা ভাল বটে লোড়াটা যা ইচ্ছা তা, এতে কি চিকণ বাটা হয়, মরুক, যেমন হউক বাটিতো। ইহা কহিয়া খুদ কুঁড়া বাটিয়া কহিল, বাটা তো এক প্রকার হইল, আলুণি পিটা খাইবা, না লুণ তেল আনিতে হইবে? গতি-ক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া, বিশ্ববঞ্চক কহিল, ওরে বাছা ঠক, তৈল লবণ কোথাও হইতে গোছে গোছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠক নামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছেলিয়াকে, আয় আমার সঙ্গে, তোকে মোঁয়া দিব, এই

রূপে ভুলাইয়া, সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া, এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া, তৈল লবণ লইয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল, এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকাইয়া আইলাম, ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল, হাঁ মোর বাছা, এই তো বটে, না হবে কেন, আমার পূত্র, ভাল, অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এই রূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল, ওলো মাগি; যা যা শীঘ্র পিটা কর্গে, ক্ষুধাতে বাঁচি না। অনন্তর তৎপত্নী পিষ্টক করিতে আরম্ভমাত্র করিয়া ভর্ত্তার নিকটে আসিয়া, এক পাশে মুখে কাপড় দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, আমার তো পিটা করা হইল না, তুমি গিয়া কর। তৎপতি কহিল এ আবার কি, তুই কেন করিবি না? পরে গতিক্রিয়া কহিল, আমার কম্প জ্বর হইয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ ভূমিশায়ী হইল। বিশ্ববঞ্চক কহিল, যা, অধঃপাতে যা, তোর কি এই জ্বর হইবার সময়, সকল ফেলিয়া দে নিয়া। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল, না খাইলে তো নয়, যাই, আমিই রাঁধি গিয়া। এই রূপ কহিয়া আপনি পিষ্টক পাক করিয়া, থালেতে পরিবেষণ করিয়া কূপাহইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া তৎসহ এককালে কথক পঙ্ক কর্দ্দমও পড়িল। ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল, খাও, এখন পিটা খাও, যেমন মতি তেমনি গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল, যা যা, তুই আর গোড়াস নে, যার যেমন কপাল তার তেমনি সকলি মিলে। কিন্তু যা হউক, বেটা ভাল বটে, আমি বিশ্ববঞ্চক, আমাকেও বঞ্চনা করিল, বাপের বেটা বটে, এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিতে হইবে। ইহা কহিয়া, যথাকথঞ্চিদ্রূপে কিঞ্চিদ্ভোজন করিয়া তদন্বেষণে চলিল। পরে কিছু দিনের পর, এক দিবস ঐ বিশ্বভণ্ডককে দেখিতে পাইয়া, দূরহইতে ডাকিতে লাগিল, ওহে বন্ধু, থাক ২, তোমাকে কোল দিয়া আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিব। এতদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আপাততঃ তটস্থ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিশ্ববঞ্চককে দেখিতে পাইয়া কহিল, আইস ২, তোমাকেও আমি মনে ২ তত্ত্ব করিতেছি, ভালো হইল, তোমার সঙ্গে দেখা হইল কহ? গুড় কেমন খাইলা। বিশ্ববঞ্চক কহিল, তুমি যেমন

ঘৃত খাইলা, কিন্তু ভাই, তুমি আমাকে জিতিয়াছ, আমি শুড় কিছুই পাই নাই তুমি ঘৃত কিঞ্চিৎ পাইয়া থাকিবা, সে যা হউক, আইস, তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। ইহা কহিয়া দোঁহে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল।

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভাই, তোমার নাম কি? সে কহিল, আমার নাম বিশ্বভণ্ড, ইহা শ্রবণমাত্রে হীহী করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবে তো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, তোমারও কি ঐ নাম? ইহাতে সে কহিল, না, ভাই, আমার নাম বিশ্ববঞ্চক, দোঁহার নাম শব্দতঃ সমান না হউক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল, ভাল, সমানে ২ মিলন বিহিত বটে, যদি উভয়ে সরল হয়। কিন্তু উভয়ে কুটিল হইলে বাহ্যতঃ যদপি মিলন হউক তথাপি ভিতরে ফাঁক থাকে। যা হউক, কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্ত্তব্য বটে। কেননা তুমি আমার গুণ জানিলা, আমিও তোমার গুণ জানিলাম, কেহ কাহারো কথা কোথাও কহিব না। এই রূপে দুই জনে মৈত্রী করিয়া পরামর্শ করিল, একর্ম্ম ক্ষুদ্র লাভ ও সেও আবার কাদাচিৎক তাহাতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ বিলক্ষণমতে হইতে পারে না। "চটকস্য মাংসং ভাগশতং" এতন্ন্যায় দুর্নামের কারণমাত্র, কেবল ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ; অতএব চল, কোন দূরদেশে গিয়া এমত জীবিকা করি, যাহাতে অধিক লাভ হয়। এই রূপ পরামর্শ করিয়া উভয়ে কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া গুজরাটদেশে গেল, তথা গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল, হে মিতা, তুমি এক কর্ম্ম কর, এই ধোয়ান পাগরি মাথায় বাঁধিয়া এই ধোয়া ধুতি ও আঙ্গরাখা পরিয়া ধোয়া কাচা চাদর গায় দিয়া এ শহরবাসি চিত্রগুপ্ত নাম মহাজনের বাটী যাও, পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি, কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্ব্বে তুমি আপন পরিচয় কিছু কাহাকেও দিবা না, আমি গিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসিব যে আপনি হেতায় কে? তখন তুমি কহিও যে পিতার সহিত কর্ম্মক্রমে বিবাদ করিয়া আসিয়াছি, ইচ্ছা আছে যদি ইনি সাহায্য করেন তবে বাণিজ্য করি।

অনন্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথায় গেল। পশ্চাৎ বিশ্ববঞ্চক কিঞ্চিৎ পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া, বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল, এ কি আশ্চর্য্য! আপনি এ স্থানে কি নিমিত্তে? সে কহিল, বাপ বিমাতার বশতাপন্ন, তৎ প্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কার্য্যক্রমে বিবাদ হইল, এই নিমিত্তে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল, সর্ব্বত্র বিখ্যাত অত্যন্ত ধনিক মহাপদ্মপতি নাম মহাজনের পুত্র ইনি। হে চিত্রগুপ্ত, তোমার বড় ভাগ্য যে ইনি তোমার বাটী আইসেন। এ কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল, বটে, তাঁহার পুত্র ইনি? আমি তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে জানি। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল, এক্ষণে এথায় আপনি কি করিবেন? সে কহিল, ইহার নাম শুনিয়া এস্থানে আসিয়াছি, ইনি যদি আনুকূল্য করেন, তবে স্বজাতি জীবিকা বাণিজ্য কর্ম্ম করিব। ইহাতে চিত্রগুপ্ত কহিল, তুমি যদি এই নগরে কুঠী করিয়া ব্যবসায় কর, তবে আমি তোমার সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুপ্তের এই কথা মতে উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া দেওয়াতে চিত্রগুপ্তে বিশ্বাস জন্মাইয়া এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্চ বিশ্বভণ্ডকে কহিল, ওহে বন্ধু, শুন, বিদেশে দীর্ঘকাল থাকা ভাল নয়, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকাতে হয় না। তাহাতে নানা দোষ ঘটে। আজি এককালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে, এসকল মুদ্রা কোন উপায়ে লইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল, সে উপায় কি? বিশ্ববঞ্চক কহিতেছে, দীর্ঘপ্রস্থে বড়ো কতকগুলা ঘর করি, দুই এক হাজার টাকার তুলা আনিয়া সেই ঘরে পুরিয়া নিশীথে সেই ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া, প্রাতে চিত্রগুপ্তকে গিয়া কহি। তিনি যখন কহিবেন, আমার টাকার কি? তখন তুমি কহিবা, তাহার ভাবনা কি? আমার সঙ্গে লোক দেও, আমি ঘরে গিয়া হিসাব করিয়া, কড়া গণ্ডা এককালে চুকাইয়া দিব। ইহাতে তিনি আপন টাকার উসুলের জন্য যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে দিবেন, তাহাদিগকে লইয়া যাইতে ২ মধ্যপথে আমি আপন বাটী যাইব, তদবধি তুমি পাগল হইবা, মহাজনের লোকেরা যখন কিছু কহিবে, তখন তুমি "ভূভূ" কেবল এই শব্দ করিবা। মহাজনের লোকেরা কিছু দিন এই রূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আপনারাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, টাকা সামলাইয়া রাখিবার কেমন হবে? বিশ্ববঞ্চক কহিল, খরচের উপযুক্ত টাকা রাখিয়া বাকী টাকা আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া লইয়া, আপন ২ রূপক সাবধান করিয়া রাখি, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে। একথা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, টাকা সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক্ষণে যে ভাগ করা, সে কেবল কালনেমির লঙ্কার বাটের মত। আকাশের পক্ষির মাংস পাকার্থে বেসর বাটা মূর্খের কর্ম্ম। পরের টাকা জীর্ণ করা বড় কঠিন, এ মহাজনের হাত ছাড়াইয়া নিরুদ্বেগে দেশে গিয়া এ টাকা পার করা গেল, যখন এমত বুঝা যাবে, তখন বাটের কথা, এখন কি? কিন্তু তুমি যে পরামর্শ করিয়াছ, সে উত্তম বটে। অতএব তুমি কিছু টাকা লইয়া অল্প মূল্যে অনেক হয়, এতদ্রূপ তূলাপ্রভৃতি সামগ্রী আন গিয়া, আমি বড় ২ দাঁড়বরা কতকগুলা প্রস্তুত করি। এই রূপ দুই জনে নির্জ্জনে বিচার করিয়া বিশ্ববঞ্চক তূলা কাপাসদিগর সামগ্রী আনিতে গেল। ইত্যবসরে বিশ্বভণ্ড দেশে লোক পাঠাইয়া, স্বভ্রাতাকে আনাইয়া তদ্দ্বারা আবশ্যক ব্যয়োপযুক্ত রাখিয়া অবশিষ্ট তঙ্কা সকল বাটী পাঠাইয়া দিল। অনন্তর বিশ্ববঞ্চক সামগ্রী সকল আনিয়া, রাত্রিযোগে সকল গৃহে অগ্নি দিয়া সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ করিয়া পরিহিত বস্ত্রমাত্রাবশিষ্ট উভয়ে অতি প্রত্যূষে চিত্রগুপ্তকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাহার কোল সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথহইতে বিশ্ববঞ্চক আপন বাটী গেল, বিশ্বভণ্ড কপটোন্মাদ হইয়া স্বালয়ে প্রবেশ করিল, মহাজনের লোকেরা যখন টাকার তাগাদা করে, তখন কেবল "ভূভূ" এই কহে, আর কিছুই কহে না।

এই রূপ কিছু দিন দেখিয়া, সাধুর লোকেরা স্বদেশে গিয়া উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সদাগর অজ্ঞাত কুলশীল লোকের সহিত সারল্য করা মূর্খের কর্ম্ম, এই প্রযুক্ত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, আপন হানি স্বীকার করিয়াও নির্ব্বোধ অপবাদ ভয়েতে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তূষ্ণীভূত হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভণ্ডকে কহিল, মহাজন বেটাকে কেমন ফাকী দিলাম, এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ব্ববৎ পাগল হইয়া "ভূভূ" কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল, যাও ২ ভাই, আমার সহিত কৌতুক করার কার্য্য নাই।

আমার ন্যাষ্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও। ইহাতেও "ভুভু" এইমাত্র উত্তর করিল। এই রূপে কিছু দিন সেথা নানা প্রকার ভয় প্রীতি প্রদর্শনদ্বারা যতো ২ তাগাদা করে, তাহাতে কেবল "ভু" পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভাল রে বেটা ভালো, আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও ভাড়াইলি, তুই যথার্থ বিশ্বভণ্ড বটিস্, যে শিখাইল ভু, তারেই দিলি ভু, এই কহিয়া চোরের লাজে না কাঁদে, এতন্ন্যায়ে কেবল ভেকুয়া হইয়া ভবনে গেলেন। এ কথার অবান্তর তাৎপর্য্যার্থ সকল সুবুদ্ধিরা স্ববুদ্ধিতে বুঝিবেন।

পদ্য সংগ্রহ।

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্তস্বর্গ দর্শনে যাত্রা।

হেতায় ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়॥
নানা বিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর॥
শিখাইয়া অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া॥
নৃত্যগীতে বিশারদ ক্ষমা নম্র ধীর।
শক্তিমতে সদা সর্ব্ব গুণেতে গভীর॥
হেনমতে সুখেতে আছেন কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহূত॥
তবে ইন্দ্র জানিল অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম॥
নিবাত কবচ দৈত্য বালকের আদি।

অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী ॥
বিনা পার্থ নাশিতে না পারে অন্যজন।
জানিলাম অর্জ্জুনের এই সে কারণ ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয় ॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতনে।
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা পান হয় মনে ॥
এমত উদ্বেগ চিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিলা শীঘ্র মাতলি সারথি ॥
একে ২ কহিলা যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইতে করিতে উদ্ধার ॥
না কহিয়া অর্জ্জুনে এ সব বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গে করিতে ভ্রমণ ॥
সহিতে যাইয়া তুমি জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল ॥
সপ্ত স্বর্গে নিবাস করয়ে যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
ক্রমে দেখাইবা তুমি সবার আলয়।
প্রফুল্ল দেখিবা যবে বীর ধনঞ্জয় ॥
আমার পরম শত্রু কহিবা অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবা সে পুর ॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে ॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ ॥
শুনিয়া মাতলি কহে যে আজ্ঞা তোমার।
এইরূপ হইলে হবে অসুর সংহার ॥
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।

কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনী।
উঠিয়া আনন্দ মতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
বসিলা সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া অগ্রে করে নিবেদন॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজ পার্শ্বে বসাইল শচীর ঈশ্বর॥
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত।
কহিলা পার্থের প্রতি ত্রিদেবের নাথ॥
শুন পুত্র স্বকার্য্য সাধিলা নিজগুণে।
চিরদিন বিলম্ব হইল এ কারণে॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন মম মনে লয়॥
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কায।
শীঘ্রগতি ভেটিতে উচিত ধর্ম্মরাজ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি।
স্বর্গের বিভব দেখি আইস শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পায়ে আনে রথ মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সুসজ্জ হইলা ধনুর্ব্বাণ লৈয়া হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে॥
মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ।
পবন অধিক বেগ রথের গমন॥
ক্রমে ২ দেখিলেন অমর আলয়।
নন্দন কাননে যান বীর ধনঞ্জয়॥
সে অতি সুন্দর বন মুনি মনহারে।
প্রফুল্লিত কুসুম কানন শোভা করে॥
নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু।

মত্ত হয়ে বিহার করয়ে ভীম কেতু ॥
মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর ঝঙ্কার।
কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর ॥
নানা পক্ষী শোভিত সুন্দর ফুল ফল।
মন্দ বায়ু সদাগতি বহে সুশীতল ॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত তথায় বঞ্চিলা হেন সুখে ॥
তথা হৈতে গেলা পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিয়া নিবসে যত কৌতুক বিহারী ॥
নৃত্যগীতে আনন্দিত সবাকার মন।
সমান বয়স বেশ বৈসে যত জন ॥
হেনকালে কিন্নর অপ্সর আদি মত।
ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইলা রথ ॥
যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল ॥
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল ॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে।
ধন্য আমি এই সব দেখিনু নয়নে ॥
তবেত মাতলি গেল যমের ভবন ॥
নানা বাক্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের কত ধর্ম্মের আচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে দুঃখে পাপাচার ॥
পুণ্যবন্ত লোক তয দিব্য সিংহাসনে।
করয়ে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে ॥
পাপীর কষ্টের কথা কহা নাহি যায়।
প্রহার করিয়ে তারে নরকে ডুবায় ॥
মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥
ঘোর অন্ধকার কুপে পাপী মারা যায়।

গোময় পোকায় তার মাথা খুলি খায় ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
চোরের নিদ্রায় যেন নাহি প্রয়োজন।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে যেন মাতলির মন ॥
সপ্তস্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ।
অর্জ্জুন দেখায় আর দৈত্যগণ দেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নিবাত কবচ দৈত্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও দৈত্যের স্ববংশে নিধন।

---০○০---

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥
যাইতে দৈত্যের পুর দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে ॥
কালকেয় নিবাত কবচ যেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষের নিমিষে ॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
দেবের সহিত নহে মম অগোচর।
ভুবন ভিতরে সার কাহার নগর ॥
মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয় ॥
সর্ব্বলোকে সুখী আছে নানা পরিচ্ছদ।

ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
মাতলি কহিল পার্থ কর অবধান।
নিবাত কবচ নামে দৈত্যের প্রধান ॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
না দেখি সমান স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ॥
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ।
ইন্দ্রের সমান তেজঃ সৈন্য পরায়ণ ॥
মহাবলবন্ত নর নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে ॥
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্য ভয়।
এই দুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয় ॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিলাম অর্জ্জুন তোমারে এই দেশ।
মাতলি কহিল দবি এতেক ভারতী।
লাগিলেন কহিতে অর্জ্জুন মহামতি ॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার ॥
নিশ্চয় পুরিব আজি পিতৃ মনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেও রথ ॥
মাতলি কহিল রথ চালাইতে নারি।
রথীমাত্র একা তুমি একারণে ডরি ॥
লক্ষ ২ সেনাপতি আছয়ে তাহার।
একা তুমি কি প্রকারে করিবে সংহার ॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য নিয়া সাতে ॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ আসিয়া নিশ্চয়।
যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয় ॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।

ক্রোধ ভরে গর্জ্জিয়া উঠিল মহাবলী ॥
একা মোরে দেখিয়া অবজ্ঞা কর মনে।
কোনজন বিরোধ করিবে মম সনে ॥
সুরাসুর একত্রে আইসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাদে ॥
এখনি মারিব যত অমরের অরি।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি ॥
টঙ্কারিয়া দেবশঙ্খ বাজায় দ্বিগুণ।
এত বলি গাণ্ডীব ধনুকে দিল গুণ ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করি মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডল ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ ॥
কালকেয় নিবাত কবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমর বিবাদী ॥
সুসজ্জ হইলা যত অস্ত্র লৈয়া হাতে।
আরোহণ করি সবে পার্থ মহারথে ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহল।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবল ॥
মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্র বৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পুরিল দিশপাশ ॥
দিবা দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের আছুক নাহি পবন সঞ্চার ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।

মুহূর্ত্তেকে শরজালে পুরিল সকল ॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
সুপ্রকাশ পাইলেন পার্থ মহাবীর ॥
করিলেন মেঘ অস্ত্র পার্থ বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যেরা করিল নিবারণ ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্রে কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
তবে দৈত্য অর্জ্জুনে মারিল দশবাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান ॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হয়ে মূর্চ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেতে গর্জ্জিয়া উঠিল সিংহ মত ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
এড়িলেন সহস্র তোমর দৈত্যাদেশে ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগণ মণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র প্রহার করিলা দৈত্যেশ্বরে ॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি ॥
দৈত্যপতি চেতন পাইল কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জ্জুনে ॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর ॥
মনুষ্য রাক্ষসী দেবী গন্ধর্ব্ব পিশাচী।
দ্রোণ স্থানে যত অস্ত্র পান সব্যসাচী ॥
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিয়া মহাবল।

রুধির সহিতে অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল ॥
দেখিয়া আনন্দ মতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হৈলেন ফাঁফর ॥
ভাবিলেন পরম সঙ্কট সাজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল ॥
নিশ্চয় জানিনু পার্থ হৈলে জ্ঞান যত।
প্রাণপণে করিলা আপন শক্তিমত ॥
তথাপি দুরন্ত দৈত্য নহিল সংহার।
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে এতে নাহি প্রতিকার ॥
পাশুপাত অস্ত্র পশুপতি দেন দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান ॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি।
এমত সংযোগ তারে নিয়োজিল বিধি ॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে ॥
শুনি বীর পাশুপাত নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে ॥
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজোময়।
আছুক অন্যের কার্য্য অর্জ্জুন সভয় ॥
অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
উল্কাপাত নির্ঘাত বহিল তপ্তবাত ॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
রহিলা অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী ॥
অস্ত্র মুখে যেই হৈল হুতাশন বৃষ্টি।
দাহন করিল তাহে অসুরের গোষ্ঠী ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন সিমুলের তুলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা ॥
অস্ত্র সহ অনলের প্রচণ্ড বাতাসে।

জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে ॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বরণ কর পার্থ মজাইলা সব।
ভাল হৈল দুষ্ট দৈত্য হইল সংহার।
মনুষ্যে এ অস্ত্র না করিবা অবতার ॥
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা দিল ত্রিলোচন ॥
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুণে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে ॥
পুনঃ ২ এইমত হৈল দৈববাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্ট সিদ্ধি জানি ॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরিলা বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেলা নিজঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু।

বলিলেন মুনিবর, শুন কহি নরেশ্বর,
পড়িলেন রাজা ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন, শোকেতে আকুল মন,
আরোহিল এক গজ মত্ত ॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাস্তি,
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে জিনি জলধর, ঈষাদন্ত সম কর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি, যান কুরু অধিকারী,

যথা স্থির বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, দুর্য্যোধন নৃপবর,
ভীম সনে করিতে সমর॥
দেখি যান বৃকোদর, হাতে গদা ঘোরতর,
শমন সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গকাঁপে, দশনে অধর চাপে,
বজ্র সম কঠিন শরীর॥
গদা যেন কাল দণ্ড, সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড,
এক ঘায় মরে শত শত।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি তত,
চূর্ণ হয় শত শত রথ॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধে অতি ঘোরতর,
বায়ুবেগে ধরে মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, মুর্ত্তি যেন বৃহদ্ভানু,
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করীবরে আরোহণ,
গদা লয়ে ধায় মহাবীর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত মন,
সংগ্রাম হইল ঘোরতর॥
তবে কোপে বায়ুসুত, দেখি যেন যমদূত,
গদাতে ভাঙ্গিল করী মুণ্ড।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে করী,
মস্তক হইল খণ্ড খণ্ড॥
ভয়েতে কম্পিত মন, এক লাফে দুর্য্যোধন,
হস্তী এড়ি পড়িল ধরণী।
গদা লয়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রাঘাত যেন শব্দ শুনি॥
গদাঘাতে বৃকোদর, কোপে কম্পে থর ২,

ধরিলেন গদা দৃঢ় মুষ্টি।
ভানুবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তি,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি॥
অতি কোপে বৃকোদর, মারি গদা বজ্রতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন, অঙ্গ কম্পে ঘনে ঘন,
পলাইলা ত্যজিয়া সমর॥
দুর্য্যোধন ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হয়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ।
সৈন্য কেহ নহে স্থির, দেখি কোপে দ্রোণবীর,
দ্রুতগতি আইল তখন॥
আকর্ণ পুরিয়া দ্রোণ, এড়িলেন অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেন ভীমের হৃদয়।
মূর্চ্ছিত হইল বীর, শরীরে বহে রুধির,
পলাইল পবন তনয়॥
ভীমসেন পলায়ন, দেখি আনন্দিত দ্রোণ,
বাণ বৃষ্টি করিলেন বীর।
শত শত সৈন্য পড়ে, কদলি যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির॥
তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য অপচয়,
দ্রুত যান দ্রোণের সম্মুখে।
ক্রোধে করে বাণবৃষ্টি, যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
অর্জ্জুনেরে দশ বাণ, দ্রোণাচার্য্য বলবান,
মারিলেন সমর ভিতরে।
লইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থ বীর হতজ্ঞান,
পড়িলেন রথের উপরে॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্য্য যান ফিরি,

সেনাগণ করিতে বিনাশ।
দারুণ দ্রোণের বাণে, স্থির নহে কোনজনে,
যুধিষ্ঠির গণিলা হতাশ॥
যেই বীর যায় রণে, সম্মুখে পাইয়া দ্রোণে,
বাণাঘাতে করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ নিরুপম,
না দেখিয়া পাণ্ডবে নিস্তার॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ, কহিল মধুরভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হয় পরাভব,
ভীম হস্তে হইল নিধন॥
শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর, হইল তাহে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্মে যবে, শূন্যবাণী সর্ব্বদেবে,
চিরজিবী কহিলেন ব্যাস॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চন্দ্রসূর্য্য স্থান ছাড়ে,
তবু মিথ্যা না কহেন মুনি।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি।
কহিলেন পরে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর, চারি যুগে যে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি॥
কহিলেন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় বুঝ ভীম সনে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয় জানহ তুমি,
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য, পুত্রশোকে হৈল অধৈর্য্য,

পুনরপি কহিল তখন।
তবে আসি সত্যমানি, কহিলে পাণ্ডবস্বামী,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কইলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজ পাশ।
অশ্বত্থামা হত বাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি,
জানিবেন দ্রোণ সত্য ভাব।
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, কহিল পাণ্ডবমণি,
কি মতে কহিব মিথ্যা বাণী ॥
আমাতে বিশ্বাস করি, দ্রোণজিজ্ঞাসিবে হরি,
মম বাক্য সত্য হেতু জানি।
কিমতে কহিব মিছা, ধর্ম্মহানি হয় পিছা,
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাস ঘাতক করি, কি মতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস ॥
পুনরপি নারায়ণ, করিলেন বিজ্ঞাপন,
প্রকাশ করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হত বাণী, আমি তাহা সত্য জানি,
ইতি গজ পড়িয়াছে রণে ॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির, শুন শুন যদুবীর,
তথাপিও অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বল কি উত্তর ॥
এত শুনি বৃকোদর, ক্রোধে কম্পে কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডব স্বামী, সমস্ত নাশিলাতুমি,
তব সত্য না জানি কেমন ॥
অধর্ম্ম করিলে যদি, হয় লোক অধোগতি,

তবে কি করিল দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্ত যোদ্ধাগণে,
একা শিশু করিল নিধন ॥
সত্য বাক্য সদা ধর্ম্ম, তুমি কি করিলা কর্ম্ম,
নাশিলা সকল রাজ্য ধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন ॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ, কহি আমি পুনঃ ২,
পুনঃ কহি এক শত বার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বথামা হত সারোদ্ধার ॥
শুন দ্রোণ কহি সার, সমরেতে আজিকার,
মম হস্তে অশ্বথামা হত।
যা কহি স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানিবে তুমি,
এই কথা নহে অন্য মত ॥
বলিলেন পরে দ্রোণ, প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
মরিয়াছে মম সুত, তবে হবে মনঃপুত,
কহে মুখে ধর্ম্ম নৃপবর।
এত শুনি নারায়ণ, কুপিত হইল মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্যবাণী,
তবে বধ করিবে দ্রোণেরে।
তাহা শুনি ধর্ম্ম সুত, হইয়া বিষাদ যুক্ত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর ॥
অশ্বথামা যুদ্ধে নাশ, ইতি গজ সত্য ভাষ,
জানিবেন স্বরূপ উত্তর।
পুনশ্চ কহিল দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন,

অশ্বত্থামা হইল বিনাশ ॥
কহিলেন ধর্ম্মসূত, অশ্বত্থামা রণে হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ।
দ্রোণ বাক্য যত বার, কহিলেন ততবার,
যুধিষ্ঠির কৌশলে উত্তর ॥
লঘু স্বরে নৃপমণি, বলি ইতি গজ বাণী,
পুনঃ পুনঃ দ্রোণের গোচর।
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি, সত্য হেন দ্রোণ জানি,
পুত্রশোকে হইয়া আকুল।
ধনু ধরি বামকরে, কান্দিলেন উচ্চৈঃস্বরে,
জলে ভিজে অঙ্গের দুকুল ॥
পুত্র হত্যা শোকে দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
বিমোহিত ভাব দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি, কান্দিলেন দ্রোণ দুঃখী,
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥
হেনকালে রমাপতি, বলিলেন পার্থ প্রতি,
দেখ দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্পে দংশে দ্রোণে, আশু কাটি পড়ে বাণে,
এই কালে কুন্তীর তনয় ॥
দেখি পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্পজ্ঞানে কাটিলেন গুণ।
কণ্ঠতল বিধি ধনু, অস্থির করিল তনু,
বিমানে পড়িয়া গেল দ্রোণ ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ি দেখি দ্রোণ,
খড়্গ নিয়া ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি, হেন ধায় দ্রুতগতি,
উঠিলেন রথের উপর ॥
কাটিলা দ্রোণের শীর, দোষ বত কুরুবীর,

হাহাকার করে সর্ব্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজ রথে আইল তখন॥
দ্রোণের নিধন দেখি, দুর্য্যোধন মহাদুঃখী,
বিলাপ করিল বহুতর।
হাহাকার শব্দ করি, মুগ্ধ কুরু অধিকারী,
পড়িলেন ধরণী উপর॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহ ভীম চূর্ণ করণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বলিলেন পঞ্চ ভাই রাজা বিদ্যমানে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসিল আপনি।
হেনকালে বলিলেন অন্ধ নৃপমণি॥
কোথা ভীম আয় তোরে দিব আলিঙ্গন।
তুই মম ঘুচাইলি পিণ্ড প্রয়োজন॥
ঊরু ভাঙ্গি মারিলি নৃপতি দুর্য্যোধনে।
একে একে সংহারিলি শতেক নন্দনে॥
শুনিয়া হইল মনে হরিষ বিষাদ।
আয় আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ॥
আছিল লোহার ভীম দিলেক গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতির আনন্দ অন্তরে॥
ধরিয়া লোহার ভীমে চাপিয়া কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম মহাশব্দ শুনি।

চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল অমনি ॥
শোকেতে নিঃশ্বাস ছাড়ি পাইলেন সুখ ।
পড়িলা ভূমিতে রাজা মনে পায়ে দুঃখ ॥
কপটে কান্দিল রাজা হৃদয়ে উল্লাস ।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ ॥
পুত্রশোকে নরপতি না শুনেন কাণে ।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে ॥
নৃপতির এই দশা দেখি নারায়ণ ।
হাসিয়া বলেন সুধা মধুর বচন ॥
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দিহ আর ।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার ॥
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি ।
গঠিত লোহার ভীম দিলা নৃপমণি ॥
বিষাদ না কর তুমি শান্ত হও মনে ।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্য্যোধনে ॥
আর কেন অপযশ রাখিবা ঘুষিতে ।
শুদ্ধ চিত্ত হও রাজা জানাই তোমাতে ॥
আপনি কহিলা পূর্ব্বে শুনহ রাজন ।
আপন তনয় যেন পাণ্ডব নন্দন ॥
তবে কেন হেন কর্ম্ম করিলা এখন ।
বুঝিলাম খল কভু নহে শুদ্ধ মন ॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ ।
আপনি করিলা তুমি নিজ কর্ম্ম বাদ ॥
ভীমে বিষ খাওয়াইল রাজা দুর্য্যোধনে ।
জতুগৃহে রাখিলেন পাণ্ডুর নন্দনে ॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিলে নরপতি ।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরের সংহতি ॥
প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বধন হারিলা রাজন ।

দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল দুঃশাসন ॥
করিলেক আপনি অনীতি দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথ গিয়া করে দ্রৌপদী হরণ ॥
তথাপিও পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল।
দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে তবে পাঠাইল।
আপনি সকল জান তুমি মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয় ॥
অন্যায়ে করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন।
অভিমন্যু বেড়িয়া মারিল সপ্তজন ॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা কারণে সর্ব্ব কৌরব মারিল ॥
বেদশাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ।
সজ্ঞান না দেখি কেহ তোমার সমান ॥
আপনি সমস্ত জান পাণ্ডবে কি দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর যতেক বুঝাইল।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বাক্য না শুনিল ॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চভাই।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই ॥
জানিয়া না জান তুমি আছিলা উদার।
কি কারণে নাহি কর উচিত বিচার ॥
কেবল পুত্রের চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম ॥
কি দোষ করিল ভীম বলনা রাজন।
না বুঝিয়া কেন কর হেন প্রহরণ ॥
কদাচিত পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করিবা।
অধর্ম্ম হইবে মন বচন ধরিবা ॥
পাণ্ডবে শাপিলে তুমি পুত্র না পাইবা।

তবে কি লাগিয়া রাজা অধর্ম্মে যাইবা ॥
শুন দেবী গান্ধারী স্মরহ পূর্ব্বকথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমাকে জিজ্ঞাসে দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোনজন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় করি বলনা আমারে ॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
অতএব যুদ্ধ নিজ পাণ্ডুর তনয় ॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্রভাব কর পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলিলেন অন্ধরাজরাণী ॥
যত কিছু মহাশয় বলিলা বচন।
বেদের সমান ইহা করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু হৃদয়েতে তাপ সহিতে না পারি।
এক শত পুত্র সব গেল যমপুরী ॥
এক পুত্র শোক লোক পাসরিতে নারে।
অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে ॥
ত্যজিলাম সবে ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্র স্নেহ হইল যে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত যদি বলিলেন গান্ধার কুমারী।
পুনঃ বুঝাইল তাঁরে আপনি শ্রীহরি ॥
পাণ্ডবেরা যেমত করিবে যুধিষ্ঠির।

কুরুবংশে তেমতি সেবিবে মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অপ্রমিত সুধা।
কাশী বলে পান কর খণ্ডিবেক ক্ষুধা ॥

গান্ধারীর নিকটে পাণ্ডবের গমন ও উক্তি প্রত্যুক্তি।

বসিলেন পঞ্চভাই গোবিন্দ লইয়া।
গান্ধারী বলিলা পুনঃ সদয় হইয়া ॥
মনোযোগ কর ভীম আমার বচনে।
মারিয়াছ অন্যায় করিয়া দুর্য্যোধনে ॥
নাভির মধ্যেতে নাহি গদার প্রহার।
তবে কেন করিলা এমন অবিচার ॥
ভয়ে কম্প ভীমসেন শুনিয়া বচন।
অগ্র হৈয়া যোড় হস্তে কহিলা তখন ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ছিল শুন মাতা কহি।
একারণে করিয়াছি ধর্ম্মচ্যুত নহি ॥
যুদ্ধে তারে জিনিতে না পারি মোরা সবে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধে মারিয়াছে তবে ॥
দেশ ধন যত মম নিলা দুর্য্যোধন।
কদাচিত না রাখিল সুহৃদ বচন ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম আমি দুর্য্যোধনে।
জান মাতা সেই কথা শুনিয়াছ কাণে ॥
আপনি মধ্যস্থ হয়ে গিয়া নারায়ণ।
দুর্য্যোধনে কহিলেন করিয়া যতন ॥
না শুনিল কৃষ্ণ বাক্য তনয় তোমার।
যুদ্ধ বিনা নাহি দিব বলিল আবার ॥
কৃষ্ণকে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন।

বল দেখি এমত করয়ে কোন জন ॥
বুঝাইলা কত ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি।
না শুনিল দুর্য্যোধন কাহার ভারতি ॥
নিজে বুঝাইলা তুমি কত দুর্য্যোধনে।
পাসরিলে সে সকল পড়ে না কি মনে ॥
কৃষ্ণ মুখে সে সকল শুনিয়াছি আমি।
পঞ্চগ্রাম নাহি দিল দুষ্ট মন্দগামী ॥
আমিহ প্রতিজ্ঞা তবে করিলাম রণে।
করিনু অজ্ঞাত বাস বিরাট ভবনে ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে পাই নানা দুঃখ।
সে কথা কহিতে মাতা ম্লান হয় মুখ ॥
অপরাধ করিয়াছে অনেক প্রকারে।
এ কারণে মারিলাম সমরে তাহারে ॥
তোমার চরণে মাতা কহিব কতেক।
দুর্য্যোধন দুষ্ট কর্ম্ম করিল যতেক ॥
যখন ছিলাম মোরা কাম্যক কাননে।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী হরণে ॥
অনন্তরে দুর্ব্বাসাকে পাঠাইয়া দিল।
গোবিন্দ প্রসাদে ব্রহ্মশাপে রক্ষা হৈল ॥
তুমি থাক অন্তঃপুরে নাহি জান মাতা।
দুর্য্যোধন করিয়াছে অনেক দুষ্টতা ॥
অনেক হিংসিতে লজ্জা পাইলাম আমি।
লোকমুখে সে সকল শুনিয়াছ তুমি ॥
দুর্য্যোধনে না মারিলে রাজ্য নাহি পাই।
তারে না মারিলে আমি সকল হারাই ॥
শুন মাতা দুঃখ লাভে নাহি কারো মন।
সুখের লাগিয়া লোক করে পর্য্যটন ॥
এত তত্ত্ব বলিলাম তোমার গোচরে।

যে যেমন বুঝে কহে আপন অন্তরে ॥
একারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার।
যাতে হয় করিলাম তাহার সংহার ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
এ কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু ॥
এই হেতু দুষ্ট উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম রাখিলাম তায়।
বড় দুষ্ট বলবন্ত রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে না পারি মাতা তাহার লক্ষণ ॥
করিতাম শিশুকালে কেলি তার সনে।
বিষ খাওয়াইল মাতা মারিবার মনে ॥
জতুগৃহ সজ্জা করি অগ্নি তাহে দিল।
পরমায়ু ছিল যেই তাই প্রাণ ছিল ॥
দিয়াছে অনেক দুঃখ ছিল মম মনে।
একারণে মারিলাম রাজা দুর্য্যোধনে ॥
তোমার চরণে মাতা করিনু গোচর।
আজি সেই হৈল মম হরিষ অন্তর ॥
গান্ধারী এতেক শুনি নিঃশ্বাস ছাড়িলা।
মহা সতী পতিব্রতা ভীমেরে কহিলা ॥
যতেক কহিলা বাপু সব কথা সার।
আপনার দোষেতেই মরণ তাহার।
সকল মারিলা বাপু ঘোর মহারণে।
কোন অপরাধেতে মারিলা দুঃশাসনে ॥
তুমি তারে মারিয়া করিলে রক্তপান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতি বিদ্যমান ॥
বলিলেন ভীম শুন করি নিবেদন।
যতেক তোমার সব হয় সভাজন ॥
দ্রৌপদীর চুল সেই ধরিল যখন।

করিলাম সভাতে প্রতিজ্ঞা সেইক্ষণ ॥
ক্ষত্রির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে হয় বড় দোষ।
তাই দুঃশাসনে মারি পরিহরি রোষ ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা শোকে পিয়েছি রুধির ॥
অমৃত সমান রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর এইক্ষণে তুমি ॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
একারণে মারি তব শতেক কুমার ॥
ভীমের বচন শুনি কহিলেন দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি ॥
ভীমসেন শুন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মম না রহে জীবন ॥
কুপুত্র সুপুত্র হোক মায়ের সমান।
পাশরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ।
গান্ধারীর এত বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
কহিল পুনশ্চ তাঁরে ধার্ম্মিক সুধীর ॥
পুত্র সব তোমার হইয়া দুরাচার।
নিজ নিজ পাপে তারা হইল সংহার ॥
আপনার দোষেতে মরিল কুরু স্বামী।
নিমিত্তের ভাগী কেবল হইলাম আমি ॥
আপনার কর্ম্মদোষে প্রাণী সব মরে।
বধের নিমিত্ত মাত্র অন্য জন করে।
কেহ সর্পাঘাতে কেহ জলেতে ডুবিয়া ॥
শার্দ্দূল ভক্ষণে কেহ গলে দড়ি দিয়া।
আত্মঘাতী হয় কেহ মরে নানা পাকে ॥
ইহার নিমিত্ত ভাগী অন্যে হয়ে থাকে।
সেই মত অপযশ হইল আমার ॥

নিজ দোষে পুত্র সব মরিল তোমার।
শিশুকালে মরে পিতা আমরা পৌগণ্ড ॥
কৃপা কর জ্যেষ্ঠতাত দিয়া রাজ্যখণ্ড।
সুশিক্ষা দিলেন রাজ্যখণ্ড পালিবার ॥
শুন গো জননী সব গোচর তোমার।
যদি লোক বিষবৃক্ষ করয়ে রোপণ ॥
আপনি কাটিলেন দোষ বিধি নিরূপণ।
এসব শাস্ত্রের কথা না করিহ মনে ॥
দুর্য্যোধন আমাকে হিংসিল প্রাণপণে।
অবশ্য সে সব কথা শুনেছ আপনি ॥
কৌরবে কুযুক্তি যত দিয়াছে শকুনি।
পাশা খেলাইয়া মম নিল রাজ্যধন ॥
তথাপি সে সব কথা না করি মনন।
প্রতিজ্ঞায় বনবাসে বঞ্চিলাম আমি ॥
অবশ্য সে সব কথা শুনেছ আপনি।
তবে পুরোহিত পাঠাইয়া তাঁর স্থানে ॥
চাহিলাম নিজ রাজ্য সৌজন্য বিধানে।
না দিলেন রাজত্ব করিল প্রবঞ্চনা ॥
সে কথা শুনিয়া আমি হইনু উন্মনা।
কহিলাম চিত্তে ভাই নাহি দিল রাজ্য ॥
ভাই ভাই বিসম্বাদে নাহি কোন কার্য্য।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত প্রবোধ না মানে ॥
তবে আমি যুক্তি করি গোবিন্দের স্থানে।
বিসম্বাদে নাহি কার্য্য শুন গুণাধাম ॥
আপনি রাজারে গিয়া মাগ পঞ্চ গ্রাম।
পঞ্চ গ্রাম বিনা আমি অন্য নাহি চাই ॥
লউক সকল রাজ্য দুর্য্যোধন ভাই।
পাঠাইনু এইরূপে আমি ভগবানে ॥

সে কথা তোমার পুত্র না শুনিল কাণে।
তবে ভীষ্ম বুঝাইল বিবিধ প্রকারে ॥
সবে যত বুঝাইল নাহি কর্ণে ধরে।
বুঝাইল নারদাদি আর ভৃগুরাম ॥
বুঝাইল বিদুরাদি কত কব নাম।
বলিলেন এ সকল বার্ত্তা চক্রপাণি ॥
লোক মুখে সব তত্ত্ব শুনিয়াছি বাণী।
যুদ্ধ যুক্তি আপনি করিল দুর্য্যোধন ॥
যত যত মহারাজ করে আবাহন।
ভীমার্জ্জুন শুনিয়া হইল ভীত মন ॥
অবশেষে অল্প সৈন্য করিল বরণ।
একাদশ অক্ষৌহিণী বড় বড় বীর ॥
লইল তোমার পুত্র সমরে সুধীর।
ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য কর্ণ মহাবলী ॥
সমরে পাণ্ডব সখা মাত্র বনমালী।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা হইল আমার ॥
ভীমার্জ্জুন নিল মুখ্য সংগ্রামের ভার।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম বিদিত তোমারে ॥
ভীম আচরিল তাহা সংগ্রাম ভিতরে।
কহিলাম এই আমি আদ্যন্ত কথনে ॥
দোষ নাহি করি কিছু মোরা পঞ্চজন।
তবে যদি এত দুঃখ হইল অন্তরে ॥
শুন গো জননী অভিশাপ দাও মোরে।
আমি অভিশাপ যোগ্য করেছি কুকর্ম্ম ॥
স্বগোত্র বিনাশ করি হইল অধর্ম্ম।
জ্ঞাতি বধ করি রাজ্য বড় অভিলাষ ॥
আমাধিক পাপী নাহি করিয়াছে আশ।
নিন্দিত এসব কর্ম্ম শুন গো জননী ॥

ভাল হয় মোরে দেও অভিশাপ বাণী।
ভাই মারি রাজ্য সুখ চিন্তিলাম মনে॥
অভিশাপ দেও মোরে কি ফল জীবনে।
বলিলেন এত যদি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির॥
তাহা শুনি গান্ধারীর পুলক শরীর।
কিছু না বলিয়া দেবী ছাড়িল নিঃশ্বাস॥
হৃদয়ে রাখিল সব না করি প্রকাশ।
পলাইয়া যান পার্থ গোবিন্দের পাশে॥
মাদ্রীর তনয় দুই পলাইল ত্রাসে।
গান্ধারী ত্যজিয়া ক্রোধ বলিল বচন॥
আপন তনয় হেন পাণ্ডুর নন্দন।
আর ভয় নাহি শুন কুন্তীর কুমার॥
সেই কর্ম্ম কর যাহা যুক্তিতে তোমার।
এই সব কথা যদি গান্ধারী কহিল॥
গুরু শাপ হৈতে সবে উদ্ধার পাইল।
আজ্ঞা দিল গান্ধারী কুন্তীরে দেখিবারে॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই যান বন্দিবারে।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সঙ্গে করিল গমন॥
আসিয়া বন্দেন সবে মায়ের চরণ।
আশীর্ব্বাদ দিয়া কুন্তী করিলেন কোলে॥
পঞ্চ ভাই তিতিলেন নয়নের জলে।
চিরদিনে কুন্তী দেবী দেখি পুত্র মুখ॥
বদনে চুম্বন দিয়া পাসরিলা দুঃখ।
হেনকালে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া রাণী চুম্বিল বদন।
হরিষে বহিছে দুই নয়নের নীর॥
অবিশ্রান্ত কান্দিলেন নাহি হন স্থির।
সতত বহিছে তাঁর নয়নের জল॥

আপনি মুছিল তাহা শ্রীভক্তবৎসল।
কুন্তীরে প্রবোধ দিয়া কহেন আপনি ॥
কি লাগিয়া ক্রন্দন করহ ঠাকুরাণী।
রাজা হবে যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে ॥
কৌরব নন্দন সবে গেল যম ঘরে।
পাণ্ডবের শত্রু আর নাহি কোনজন ॥
হর্ষ চিত্তে থাকি তুমি না কর ক্রন্দন।
কহিলাম আমি যত হইল প্রমাণ ॥
শুন শুন মহা দেবী যুদ্ধের বিধান।
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আদি যত কুরুসেনা ॥
অর্জ্জুনের বাণেতে পড়িল সর্ব্বজনা।
ভীম মারে গান্ধারীর শতেক নন্দনে ॥
আর ভয় নাহি মাতা ফল কি ক্রন্দনে।
আমি যত কহিলাম সকলি প্রমাণ ॥
এই দেখ ধৃতরাষ্ট্র শোকেতে অজ্ঞান।
এই দেখ গান্ধারী কান্দয়ে পুত্রশোকে ॥
দুর্য্যোধন কামিনী কান্দয়ে অধোমুখে।
পতিহীন যুবতী কান্দয়ে শোকানলে ॥
এই দেখ পড়িয়া লোটায় ভূমিতলে।
কৌরব বনিতা যত গণিতে না পারি ॥
আসিয়াছে কুরুক্ষেত্রে নানা বেশধারী।
ঘরের বাহিরে যারা না যায় কখন ॥
কুরুক্ষেত্রে দেখ তারা করয়ে ক্রন্দন।
নানা আভরণ অঙ্গে আম্রশাখা হাতে ॥
কাঁধে স্বর্ণ কুম্ভ যায় অনুমৃতা হৈতে।
বীরবেশ ধরি পতিহীন কত নারী ॥
এই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি।
গান করে পতিহীনা নারীগণ কত ॥

...ছ তোমারে ॥
... এখন দেখ নয়ন গোচরে।
আর না করিবে ভয় শুন গো জননী ॥
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির হবে নৃপমণি।
কহিলাম যাহা মাতা দেখিলা নয়নে ॥
বিষাদ করহ দূর হরষিত মনে।
এত বলি তুষিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে ॥
কিন্তু তাঁর মলিন বদন কর্ণশোকে।
একে একে পুত্রগণে করি নিরীক্ষণ ॥
দেখিয়া স্বগণ মুখ ব্যাকুলিত মন।
বাণাঘাত পুত্র অঙ্গে দেখিল বিস্তর ॥
হস্ত বুলাইল দেবী অঙ্গের উপর।
তবে কুন্তী বলিলেন দেব নারায়ণে ॥
কোথা মম অভিমন্যু সুভদ্রা নন্দনে।
অর্জ্জুনের প্রিয় পুত্র সমরে সুধীর ॥
কোথা মম অভিমন্যু কহ যদুবীর।
পুত্র বধ করিয়াছ রাজ্য ধন লোভে ॥
এ কথা শুনিয়া আমি রহিতেছি ক্ষোভে।
শুন কৃষ্ণ এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
পাণ্ডবের সখা তুমি বিদিত সংসারে।
তোমার মহিমা দেখ পুরাণে বাখানে ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার বচনে।
তোমার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্যের উদয় ॥

শুনিয়াছি এ ...
তবে কেন নারায়ণ ভাণ্ডাও আমা...
প্রধান পুরুষ তুমি বিদিত পুরাণে ॥
তবে কেন অভিমন্যু মরিয়াছে রণে।
প্রাণ মম বহির্গত অভিমন্যু বিনে ॥
হেন বুঝি ত্যজিয়াছ অর্জ্জুন নন্দনে।
অভিমন্যু মরণেতে হইনু উন্মনা ॥
শুন কৃষ্ণ সে যে ছিল তোমার ভাগিনা।
মোহেতে ব্যাকুল কুন্তী দেখিল শ্রীহরি ॥
প্রবোধ দিলেন তারে যোড় হস্ত করি।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মাতা না বলিহ আর ॥
বিধি লিপি ঘুচাইতে নাহি অধিকার।
কর্ম্ম অনুরূপ ফল লিখিলেন ধাতা ॥
আমা হৈতে সে সকল না হয় অন্যথা।
যাতায়াত করে প্রাণী আপন কার্য্যেতে ॥
কাহার কি শক্তি তাহা পারে ঘুচাইতে।
জীবন মরণ তোর নিজ কর্ম্মে হয় ॥
না ঘুচে অন্যের বাক্যে এ কথা নিশ্চয়।
চিরজীবী হয় প্রাণী নিজ কর্ম্মফলে ॥
আপনার কর্ম্মফলে মরে অল্পকালে।
কাল প্রাপ্তে মরে প্রাণী এতে নাহি আন ॥
সত্য সত্য কহিলাম তব বিদ্যমান।
পাপেতে না মরে লোক পুণ্যে নাহি জীয়ে ॥

যশ অপযশ মাত্র সংসারে ঘোষয়ে।
প্রবোধ পাইয়া কুন্তী কিছু না বলিল ॥
দ্রৌপদী আসিয়া হেনকালে প্রণমিল।
সুভদ্রা প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে ॥
অভিমন্যু শোকেতে কান্দয়ে রাত্রিদিনে।
দ্রৌপদী বলিল দুঃখ শুন ঠাকুরাণী ॥
বধিলেন দ্রৌণী মম পুত্রের পরাণী।
শয়নেতে ছিল পুত্র শিবির ভিতরে ॥
নিশাকালে অশ্বত্থামা মারিল সবারে।
পরম সুন্দর মম পুত্র পঞ্চজন ॥
দ্রোণের তনয় শব করিল নিধন।
গুরুপুত্র বলি রক্ষা করিলাম তাকে ॥
পুত্রশোকে জর্জ্জরাঙ্গ করিল আমাকে।
মহাবলবন্ত পুত্র মরিল আমার ॥
শুন ঠাকুরাণী পায় নিবেদি তোমার।
বরং পু্ত্রশোক মম নিবারণ হয় ॥
পাসরিতে নারি দুঃশাসনের দুর্ণয়।
শূল হেন তার বাক্য আছয়ে অন্তরে ॥
সত্য কথা কহিলাম তোমার গোচরে।
ছিল মুক্তকেশ আমার দ্বাদশ বৎসর ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিনু সভার ভিতর।
দুঃশাসন রক্ত পিবে পবননন্দন ॥
তবে সে করিব আমি কবরী বন্ধন।
দুঃশাসনে বধিয়া আইল বৃকোদর ॥
তার রক্ত আনিলেন আমার গোচর।
তৈল সহ রুধির
—বিলাম অ

করিলাম তবে আমি কবরী বন্ধন।
পূর্ব্বকথা কহিলাম শুন মহাদেবী॥
বহু দিন তোমার চরণ নাহি সেবি।
যে পাপ হইল তাহে ক্ষম মহারাণী॥
আমি তব পুত্রবধূ তুমি ঠাকুরাণী।
হেনমতে সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে॥
রণভুমে গান্ধারী চলেন দুঃখমনে।
বধূগণ সঙ্গে দেবী লাগিল ভাবিতে॥
কৃষ্ণ সহ পঞ্চভাই লাগিল কান্দিতে।
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ করিল গমন॥
সঞ্জয় রাজারে ধরি চলিল তখন।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন চলিল ত্বরিতে॥
উপনীত হন গিয়া সমরাগারেতে।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর॥
কাশীরাম দাস কহে পিয়ে সাধু নর।

———০○০———